সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 38
29 NOV. - 05 DEC. 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩৮
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৬ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

আন্দোলন, পাল্টা আন্দোলন, দফায় দফায় কর্মসূচি

নেপথ্যে কারা

■ ইসকন নেতার জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যা
■ পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে : তথ্য উপদেষ্টা

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর থেকেই চারদিকে অস্থিরতা। দাবি-দাওয়া, হাহাকার তুলে মাঠে স্বার্থান্বেষী নানা গোষ্ঠী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা সক্রিয়। যারপর নাই চাপ তৈরি করছে নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। এখনই তাদের সবার সব দাবি পূরণ করতে হবে। দাবি-দাওয়া পার্টির কারণে দেশজুড়ে যখন তখন সড়কে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভ্যুত্থানের ফ্রন্টলাইনার তরুণ ছাত্রদের আন্তঃক্যাম্পাস কলহ। এটা এক নৈরাজ্যকর অবস্থার জানান দিচ্ছে। কলেজে কলেজে সংঘর্ষ থামাতে উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সচিবালয়ের সবচেয়ে উঁচু ভবনে দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে। সেই সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনায় উস্কানিদাতাদের খুঁজে বের করতে মাঠে সরকারি সংস্থাগুলো। যখন এই অবস্থা তখন আচমকা সক্রিয় সনাতনীরা। তাদের জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তারে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সীমান্তের ওপারেও। রক্তাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামের আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করেছে চিন্ময় কৃষ্ণ দাশের সমর্থকরা।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভুল-নীতি কৌশলের কারণেই দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিশেষ করে সরকারের সকাল-বিকাল আদেশ-নিষেধ পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্তহীনতাই এর জন্য দায়ী। আইনশৃঙ্খলা রীতিমতো লেজেগোবরে অবস্থা! তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরতদের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। বলাবলি আছে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশনা আসে অন্য উপদেষ্টা ও দপ্তর থেকে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত অবস্থান করে অভিভাবকহীনতার প্রমাণও মিলে। ওই সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) সদ্য নিয়োগ পাওয়া মো. খোদা বকস চৌধুরীকে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। তারা মিটিংয়ের কাজে বাইরে ছিলেন বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র সূত্র। এদিন ঢাকার বাইরে ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বুধবারও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অফিস করে বেরিয়ে যান উপদেষ্টা।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ সদর দপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কোন কৌশলে এগোচ্ছে? এ বিষয়ে জানতে কথা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আইনশৃঙ্খলা ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে ঢুকলেই গ্রেপ্তার হতে পারেন নেতানিয়াহু

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের ইঙ্গিত দিয়েছে যুক্তরাজ্য। গত ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু ও তাঁর সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।

এই আদালতের মোট সদস্য রাষ্ট্র হলো ১২৪টি দেশ। যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যও। ব্রিটিশ সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে 'ওয়ান্টেড ম্যান' নেতানিয়াহু যদি যুক্তরাজ্যে আসেন তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের মুখপাত্র এ ব্যাপারে বলেছেন, 'অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার যুক্তরাজ্যের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এটি সব সময় তা মেনে চলবে।'

নেতানিয়াহুকে কী গ্রেপ্তার করা হবে? সরাসরি এমন প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, 'আমি নির্দিষ্ট কোনো মামলা নিয়ে কথা বলব না।'

এর আগে অপর এক ব্রিটিশ মুখপাত্র আরও কঠোরভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের স্বাধীনতাকে সম্মান করি। যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে তদন্ত ও বিচার করার প্রাথমিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।'

এর আগে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিসও জানান, নেতানিয়াহু যদি আয়ারল্যান্ডে আসেন তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি জবাব দিয়ে তিনি ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

Tower Hamlets Carers organisation Ltd

Company Reg No 14364179

Sense for Caring, Sense for Community

AKM Helal
Chief Advisor

Md Nurun Nabi
Advisor

Golam Abbas
Advisor

Mohammad Shahjahan Ali Khan (Advisor)

Mumin
Advisor

Wahida Begum
Advisor

Excutive Committee -2024-2026

Abdul Mannan
President

Md Amir Uddin
Secretary

Abdur Rouf
Treasurer

UNITED VOICE FOR CARERS

Habibur Rahman Bablu
Senior Vice President

Abdur Rouf
Senior Vice President

Bushra Akter
Senior Vice President

Shahidul Islam
Vice President

Hafizur Rahman Sumon
Vice President

Luthfur Rahman
Vice President

Abul kalam
Vice President

Amina Begum
Vice President

Abu Taher
Vice President

TH Kamaly
Vice President

Delwar Hussain
Vice President

Muhammed Husainuzzaman
Assistant Secretary

Md Mukthadizzaman
Assistant Secretary

Priyanka Akther Lucky
Assistant Secretary

Ansar Ahmed
Assistant Secretary

Shafia Begum
Assistant Secretary

Abdullah MD Taher
Assistant Secretary

MD Belal Ahmed
Assistant Treasurer

ABM Kawsar
Assistant Treasurer

Nasima Begum
Assistant Treasurer

Belal Ahmed
Assistant Treasurer

Ashraf Hussain
Organising Secretary

Aqib Chowdhury
Assistant Organiser

Sabiha Khanom
Assistant Organiser

Md Bodrul Islam
Assistant Organiser

Surab Hussain
Office Secretary

Zahidul Haque
Assistant Office Secretary

Md. Sayeedul Islam
Assistant Office Secretary

Janen Ansum
Law Secretary

Humayun Kabir
Assistant Law Secretary

Mabel
Assistant Law Secretary

Idris
Health & Research Secretary

Faruk Ahmed
Assistant Health & Research Secretary

Kazi Toufiq Alahi Tareq
Media & Publication Secretary

Nahim Miah
Assistant Media & Publication Secretary

Kazi Mohi Uddin
IT Secretary

Abdul Haqim
Assistant IT Secretary

Saifur Rahman
Charity & Fundrising Secretary

Md Mahbub Hasan
Assistant Charity & Fundrising Secretary

Dulal Ahmod
Social & Welfare Secretary

Kawsar Ahmed
Assistant Social & Welfare Secretary

Jenny Willams
Religion Secretary

Mahfuz Ahmed
Assistant Religion Secretary

Jame Akhter
Assistant Religion Secretary

Nijamul Haque
Cultural Secretary

Shah Ali
Assistant Cultural Secretary

Md. Suhel Ahmed
Education & Training Secretary

Abdul Mumith
Assistant Education & Training Secretary

Abdul Hasim
Assistant Education & Training Secretary

Abu Bakar Sujed
Sports Secretary

Akhter hussain
Assistant Sports Secretary

Md. Shohid
Communication Secretary

Ali Ahmed
Asst.Communication Secretary

Parvin Begum
Asst.Communication Secretary

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ইসকন কী কাজ করে?

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: সম্প্রতি ইসকনের ধর্মীয় গুরু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের ঘটনায় আবারও উত্তপ্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। জাতীয় পতাকা অবমাননা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাকে গ্রেফতারের পর

ক্রমেই উত্তাল হচ্ছে পরিস্থিতি। ফলে প্রশ্ন উঠছে কী ধরনের সংগঠন এই ইসকন, কী কাজই বা করে থাকে তারা?

ইসকন মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালনার একটি সংগঠন। ইসকনের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রচার, ভক্তি কার্যক্রম এবং দাতব্য সংস্থা পরিচালনা। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার অংশ হিসেবে যোগব্যায়াম ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম করে থাকে সংগঠনটি।

ভারতে ব্যাপক ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ইসকনের জন্ম কিন্তু ভারতে নয়। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে গঠিত হয় ইসকন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতার নাম 'অভয়চরণা রবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ'। তবে তিনি ভারতে কোন হিন্দু শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভ করেননি, তিনি লেখাপড়া করেছেন খ্রিস্টানদের চার্চে। গুঞ্জন রয়েছে, ইসকনের পরিচালনায় যোগসাজেশ আছে ইহুদিদের। এমনকি ইসরাইলে নিজেদের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ইসকন।

বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম জারি থাকলেও সংগঠনটির

- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

১৪ মাস পর ইসরাইল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধবিরতি

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: প্রায় ১৪ মাস পর ইসরাইল-হিজ বুল্লাহর মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। দুপক্ষের আন্তঃসীমান্ত লড়াই বন্ধ করার আগে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ মারা গেছে। চুক্তি অনুযায়ী আপাতত ৬০ দিনের জন্য লড়াই বন্ধ হবে। তবে এখনো ইসরাইলি সেনারা লেবানন ছেড়ে আসার খবর পাওয়া যায়নি।

বুধবার বৈরুতের স্থানীয় সময় বুধবার ভোর ৪ টা অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। যদিও ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এবং হিজবুল্লাহ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তি ঘটবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে

- ২১ নং পৃষ্ঠা

ফের নির্বাচন চায় ১৭ লাখ মানুষ

লেবারের জনপ্রিয়তা চার মাসেই তলানিতে

'সরকার তাদের নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে গেছে'

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: গত জুলাইয়ে নিরঙ্কুশ জয় নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হন লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার। কনজারভেটিভ পার্টির লীডার ঋষি সুনাকের ব্যর্থতার পর দেশ পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব কাঁধে নেন স্টারমার।

কিন্তু তাঁর মেয়াদ চার মাস পেরোনোর আগেই যেন তাঁর ওপর ভরসা হারাচ্ছে ব্রিটেনবাসী। যুক্তরাজ্যে আবারও সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে এক পিটিশনে ১৭ লাখ মানুষ সই করেছেন। লেবার

সরকারের নীতি ও নির্বাচন-পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এই পিটিশন।

পিটিশন হলো কোনো বিষয়ে সমর্থন বা বিরোধিতা জানাতে একটি লিখিত আবেদন বা অনুরোধ, যেখানে জনগণের বা অনেক মানুষের সমর্থনের প্রমাণস্বরূপ সই নেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যে কোনো পিটিশন যদি ১০ হাজার স্বাক্ষর পায়, তবে সরকার সেই পিটিশনে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আর যদি ১ লাখ সই পায়, তবে এটি পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হতে পারে।

- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ভারতের উচিত তার দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: তথ্য উপদেষ্টা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও ইসকনের সাবেক নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেওয়াকে ভারতের 'অনধিকার চর্চা' বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

বুধবার তিনি বলেন, "আমরা মনে করি, এই ধরনের স্টেটমেন্ট দেওয়া ভারতের অনধিকার চর্চা। এখানে তারা ঘটনাকে আরও উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতের উচিৎ তার নিজের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করা।"

নাহিদ ইসলাম বলেন, "আমরা ভারতকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং আওয়ামী লীগের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা যেন ভারত সাবস্ক্রাইব না করে।"

গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড়ের জিরো পয়েন্টে স্তম্ভের ওপর একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছাত্র-জনতা। এর মধ্যে ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে চট্টগ্রাম লালদীঘির মাঠে একটি মহাসমাবেশ হয়। সেদিন জাতীয় পতাকার ওপর ধর্মীয় গোষ্ঠী ইসকনের গেরুয়া রঙের ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করে দেয় সমাবেশে অংশ নেওয়া লোকজন। এ নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনা তৈরি হয়।

পরে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ এনে চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানায় একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান (পরে বহিষ্কৃত)। সেই মামলায় ২৫ নভেম্বর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় চিন্ময় দাসকে। পরে তাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ নভেম্বর তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আদালতে চিন্ময়কে তোলার সময় সেখানে জড়ো হন তার অনুসারী-সমর্থকরা। এক পর্যায়ে আদালতের অদূরে তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান। সেসময় অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ নামে রাষ্ট্রপক্ষের এক আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়, "বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার ও জামিন নাকচ করার বিষয়টি আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর উগ্রপন্থি গোষ্ঠীর একাধিক হামলার পরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পাশাপাশি চুরি ও ভাঙচুর এবং দেবতা ও মন্দিরের অপবিত্রতার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় জড়িতরা যখন ধরাছোঁয়ার বাইরে, তখন শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মাধ্যমে যৌক্তিক দাবি পেশ করা একজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা উচিত নয়। আমরা চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদকারী সংখ্যালঘুদের

ওপর হামলার বিষয়টিও উদ্বেগের সঙ্গে খেয়াল করছি।"

সরকারকে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘুর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।

ভারতের এই বিবৃতির জবাবে কড়া বিবৃতি দেয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যেখানে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়ে ২৬ নভেম্বর গণমাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা একটি বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অত্যন্ত হতাশা ও গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ করেছে যে, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে নির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করার পর থেকে কোনও কোনও মহল ভুল ধারণা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বলেছে যে, এই ধরনের ভিত্তিহীন বিবৃতি শুধু সত্যের ভুল উপস্থাপনই নয়, বরং দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার চেতনার পরিপন্থী। "বিবৃতিটি সব ধর্মের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সম্প্রীতি, এই বিষয়ে সরকার-জনগণের প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে না।"

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার জনগণের বিরুদ্ধে স্থূল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধীদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি চূড়ান্তভাবে শেষ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, একইভাবে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সমান আচরণ করে, যা এই বিবৃতিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।

বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করে যে, প্রত্যেক বাংলাদেশির তার ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, বজায় রাখা বা পালন করার বা বাধা ছাড়াই মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। সব নাগরিকের, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের একটি দায়িত্ব। গত মাসে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা পালনের মাধ্যমে এটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আবারও বলতে চায় যে, দেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সরকার বিচার বিভাগের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করে না। প্রশ্নাধীন বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

বাংলাদেশ সরকার দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে বলা হয়, মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রামে অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশ সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যেকোনও মূল্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ বন্দর নগরীতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

জামায়াত আমিরের সাথে তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের ইতিবাচক পরিবর্তন

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ২৪-এর ছাত্র-জনতার 'জুলাই বিপ্লব' ইতিহাসের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা: শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আল্লাহ উর্বর করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই জমিনে আমরা কী চাষ করব, কিভাবে চাষ করব- তা আমাদের ওপর নির্ভর করবে।

গতকাল রাজধানীর আল-ফালাহ মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের থানা দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জন আকাক্সক্ষার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মানুষ দোয়া করছে ও চাচ্ছে ক্ষমতা যেন ভালো লোকদের হাতেই আসে। লোকেরা বলছেন যে তারা অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেন, জামায়াতের প্রতি মানুষের প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয়েছে। মানুষের জামায়াতের হয়ে কাজ করতে চাওয়ার অভিব্যক্তিও তুলে ধরেন তিনি।

দলের নেতাদের শহীদ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাজার হাজার ষড়যন্ত্র আছে, থাকবে। দুনিয়া যত দিন আছে ষড়যন্ত্র তত দিন থাকবে। কোনো সময়ই এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বাইরে ছিল না; হজরত আদম আ:-এর বিরুদ্ধেও শয়তান ষড়যন্ত্র করেছিল। এ জন্য মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কুরআনে একটি সূরাও নাজিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর মকবুল বান্দা হওয়ার জন্য দুটো জিনিস তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অর্জনের কথা নেতাকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিরেট কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, সামাজিক সংগঠনও নয়, আবার শুধু দাওয়াহ সংগঠনও নয়, দ্বীনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন।

এখানে সব উপাদান আছে- কোনো কিছু বাদ নেই।

ডা: শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াতের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয়েছে। এই জায়গা যেন নষ্ট না হয়, যেন যত্ন নেয়া হয়- নেতাকর্মীদের সতর্ক করেন তিনি। তিনি বলেন, আমরা যদি মানুষের ভালোবাসাগুলোর যত্ন নিতে পারি, তাহলে দ্বীন কায়েমের আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা আল্লাহ পূর্ণ করে দেবেন। আমরা আমাদের জন্য দ্বীনের বিজয় চাচ্ছি না, আমাদের মিল্লাতের জন্য চাচ্ছি। মিল্লাত বিজয় পেলে আমরাও তার অংশীদার হবো ইনশা আল্লাহ।

জামায়াত আমির বলেন, ক্ষমতায় গিয়ে আমরা হাবভাব দেখাবো, স্বাদ নেবো আল্লাহ যেন এই নাপাক চিন্তা থেকে আমাদের মনকে মুক্ত রাখেন। অতীতের মুরব্বিরা (সাবেক দায়িত্বশীলরা) অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। এটিকে সামনে রেখে আরো সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করব আমরা। তাহলেই তারা সার্থক হবেন। গোটা জাতিকে (মিল্লাতকে) আমাদের ধারণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন বলেন, নতুন বিপ্লবে ঢাকা মহানগরী উত্তরের থানা সভাপতি ও আমিরদের নতুনত্বের সাথে কাজ করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী একটি সামগ্রিক আন্দোলনের নাম। একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন এবং পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে নেতৃত্ব বাছাইয়ে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করার পাশাপাশি প্রয়োজনে তরুণদের এগিয়ে নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন মহানগরী আমির।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর নায়েবে আমির আব্দুর রহমান মূসা ও ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা, সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিম উদ্দীন মোল্লা, ডা: ফখরুদ্দীন মানিক ও মাওলানা ইয়াসিন আরাফাত। দারসুল কুরআন পেশ করেন অধ্যাপক আবুল ইহসান। সমাবেশে ২০২৫-২৬ সেশনের জন্য রুকনদের ভোটে নির্বাচিত থানা আমিরদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ : তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন গতকাল জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিজিট করেন এবং আমির ডা: শফিকুর রহমানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাক্ষাৎকালে ভবিষ্যতে তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো বেগবান হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি ডা: সৈয়দ আবদুল্লাহ মো: তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য আবদুর রব, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন।

সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ মৌলভীবাজার কারাগারে

সিলেট, ২৬ নভেম্বর : মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ) সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি ও কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। গত রোববার সন্ধ্যার দিকে তাকে মৌলভীবাজার কারাগারে হস্তান্তর করা হয়। মৌলভীবাজার জেল সুপার মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান মজুমদার গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শ্রীমঙ্গলের একটি মামলায় সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদকে ঢাকা কারাগার থেকে মৌলভীবাজার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। ২৭শে নভেম্বর মৌলভীবাজার আদালতে তাকে হাজির করা হবে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও দলীয় কোন্দল সৃষ্টির 'মাস্টার মাইন্ড' হিসেবেই নিজ জেলার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে রয়েছে তার ব্যাপক পরিচিতি। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের মামলা-হামলায় দমন নিপীড়নে তার ভূমিকা সবসময়ই ছিল

শেখ হাসিনার প্রেতাত্মারা দেশে আবারও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে: জয়নুল ফারুক

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নেই, তবে তার প্রেতাত্মারা দেশে আবারও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়াপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।

বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ছাত্র জনতা নাগরিক ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, জনগণ

গতকাল থেকে বলা শুরু করেছে দেশের সব ষড়যন্ত্র শেখ হাসিনা হিন্দুস্তান থেকে বসে বসে করা শুরু করেছেন। সামান্য একটি বিষয় নিয়ে চট্টগ্রামে আমার এক বন্ধুকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজকে বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক লোক এ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার প্রয়াস করছে।

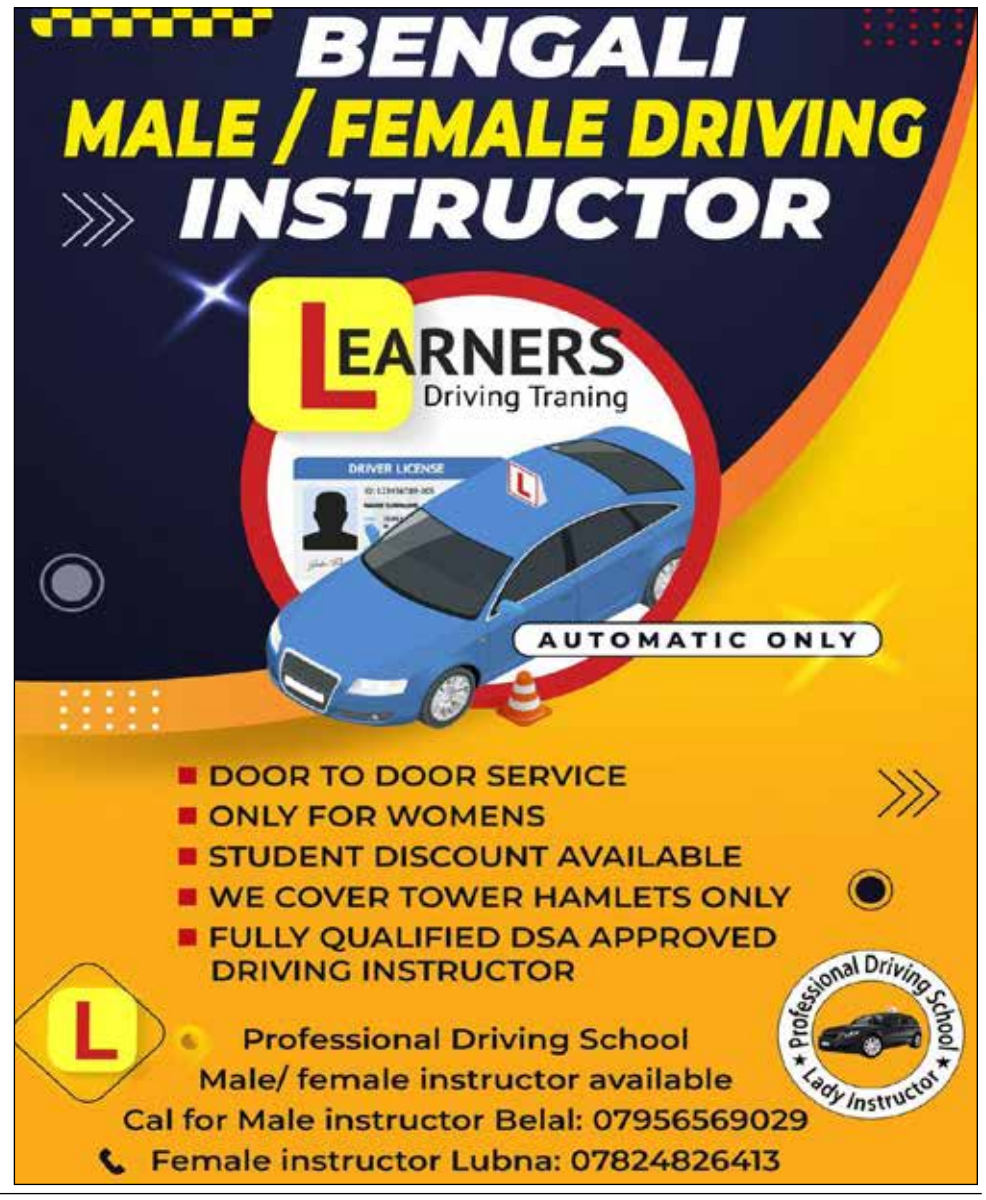

অবৈধ ক্রসিং দিয়ে রেলপথ পারাপার

কুমিল্লায় ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অটোরিকশার ৭ যাত্রী

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : কুমিল্লায় ট্রেনের ধাক্কায় ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার ৭ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩ জন।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কালিকাপুর রেল ক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা তদন্তে ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। নিহতরা হলেন- জেলার বুড়িচং উপজেলার বাকশিমুল গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে অটোরিকশার চালক শাহজাহান মিয়া সাজু (৪০), আলী আশরাফের স্ত্রী সফরজান বেগম (৬৫), মৃত আবদুল মালেকের স্ত্রী লুৎফা বেগম (৬০), মনির হোসেনের স্ত্রী শাহীনুর আক্তার (৩৩), মৃত মনছুর আলীর ছেলে আলী আহাম্মদ (৭৭), খোদাইতলী গ্রামের মৃত আছমত আলীর ছেলে রফিজ উদ্দিন (৬৫) ও মৃত ফজলু মিয়ার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগম (৬০)।

বুড়িচং থানার ওসি আজিজুল হক জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল। এ সময় কালিকাপুর এলাকায় একটি অবৈধ ক্রসিং দিয়ে রেলপথ পার হওয়ার সময় ওই দ্রুতগতির ট্রেনটি যাত্রীবাহী অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা ৪ যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো ৩ যাত্রীর মৃত্যু হয়। এ দুর্ঘটনায় আরো একজন আহত হয়েছেন। ওসি আরো জানান, ট্রেনের ধাক্কায় নিহতদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ এসে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করবেন। এদিকে দুর্ঘটনাস্থলে আশপাশের এলাকার লোকজনের ভিড় জমে এবং ঘটনাস্থলে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের ডিভিশনাল ম্যানেজার এবিএম কামরুজ্জামান জানান, ঘটনার তদন্তে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহকারী পরিবহন কর্মকর্তাকে প্রধান করে ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যরা হলেন, সহকারী কমান্ডেন্ট, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী সিগনাল ইঞ্জিনিয়ার।

রেলওয়ে লাকসাম থানার ওসি এমরান হোসেন জানান, নিহতদের পরিবারের দাবির প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশগুলো তাদের স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রেলওয়ের রসুলপুর স্টেশনমাস্টার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বাদী হয়ে রেলওয়ে লাকসাম থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছেন।

স্বৈরাচার পালিয়েছে, লেজ রেখে গেছে: তারেক রহমান

সিলেট, ২৭ নভেম্বর : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, পতিত স্বৈরাচারের সময়ে যারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে, তারা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। আপনাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরাচার পালিয়ে গেলেও তাদের লেজ রেখে গেছে এবং তারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা কিন্তু বসে নেই।

তিনি বলেন, বিএনপি গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি, দেশের মানুষ বিএনপির সঙ্গে রয়েছে। মানুষ মনে করে, বিএনপির কাছে গণতন্ত্র ও বাক্সবাধীনতা নিরাপদ। এজন্য মানুষ বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে। জনগণের এ আস্থাকে ধরে রাখার দায়িত্ব বিএনপি নেতাকর্মীদের।

মঙ্গলবার দিনভর সিলেটে বিএনপির উদ্যোগে রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা এবং জনসম্পৃক্তিবিষয়ক কর্মশালা শেষে বিকালে সমাপনী বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ ও গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। দল কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ ও দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আগামী দিনে বাংলাদেশকে কোনো হুমকি থেকে রক্ষা করতে হলে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হবে।

সিলেট শিল্পকলা একাডেমিতে সকাল থেকে শুরু হওয়া রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্তিবিষয়ক কর্মশালায় অংশ নেন সিলেট বিভাগের পাঁচ ইউনিটের নেতারা।

কর্মশালায় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছের সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণবিষয়ক

সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের সঞ্চালনায় দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য এম. নাসের রহমান ও সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীসহ কয়েকজন নেতার ৩১ দফা কর্মসূচির ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশিক্ষণে প্যানেল আলোচক ছিলেন ডা. মওদুদ আলমগীর, বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ডা. মহিউদ্দিন আলমগীর পাবেল, কৃষক দলের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবা হাবিবা, সহ-ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নেওয়াজ হালিমা আলি, সহ-প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক রেহানা আক্তার রানু।

কর্মশালায় বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, সহ-গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক খন্দকার আনিসুর রহমান তালুকদার, নির্বাহী কমিটির সদস্য (দপ্তরের দায়িত্বে) আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন ও মিফতাহ সিদ্দিকী।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

শাপলাচত্বরে গণহত্যায় হাসিনাসহ ৫০ জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হেফাজতের শতাধিক কর্মী হত্যার ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ ৫০ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী এ অভিযোগ দায়ের করেন। এ সময় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকসহ হেফাজত নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সাথে ছিলেন তাদের আইনজীবী এস এম তাসমিরুল ইসলাম।

অভিযোগ দায়ের করার পর হেফাজতের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, হেফাজতের সমাবেশের পরে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমরা নাকি রঙ মেখে সেখানে বসা ছিলাম। তিনি চরম মিথ্যাচার করেছেন। আপনারা জানতে চাচ্ছেন হেফাজতের সমাবেশে কত মানুষ হতা হত হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সংখ্যা বলতে চাচ্ছি না। আমাদের কাছে তথ্য আছে। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন এক লাখ ৫৪ হাজার গুলি চালানো হয়েছে। আপনারাই চিন্তা করেন এত গুলি চালানোর পর কত হতাহত হতে পারে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অনেক মিডিয়া দেখিয়েছে ট্রাকে লাশ নিয়ে যাচ্ছে, সেটিও ওই সময় ভিডিও ফুটেজে এসেছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারা কুরআন পুড়িয়েছে। তারা বায়তুল মোকারমসহ বিভিন্ন স্থানে আগুন দিয়ে তাণ্ডব তারাই চালিয়েছে। অথচ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছে হেফাজতে ইসলাম তাণ্ডব চালিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। সেই মামলায় আমি দুই বছর জেলে ছিলাম। আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে জেলে দেয়া হয়েছে। আজ আমরা ট্রাইব্যুনালে এসেছি। আশা করি আমরা বিচার পাবো। আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। যাতে ভবিষ্যতে কেউ পবিত্র কুরআন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা:কে নিয়ে কটূক্তি করতে না পারে। আর সাধারণ জনগণের ওপর এই ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ড যাতে না হয়। তিনি আরো বলেন, অনেকগুলো মিডিয়া যারা হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ লাইভ সম্প্রচার করেছে তাদেরকে তখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মাওলানা মামুনুল হক বলেন, দেশবাসী দেখেছে এবং গণমাধ্যমসূত্রে সারা বিশ্ববাসী দেখেছে ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে ও আশপাশের এলাকার হৃদয়বিদায়ক ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক দৃশগুলো। যে দৃশ্য সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে কাঁদিয়েছে। মিডিয়াকে পর্যন্ত সেখান থেকে অপসারণ করে এবং বিদ্যুৎ বন্ধ করে যে ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডব চালানো হয়েছে। সেই হত্যাকাণ্ডের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। গত ১১ বা ১২ বছর ধরে আমরা সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি। আমরা অনেক শহীদের কবরের পাশে দাঁড়িয়েছি। আনেক আপনজন তাদের আপনজনদের লাশ খুঁজে পায়নি। অনেকে শাহদত বরণ করার পর তাদের আপনজনদেরকে পুলিশ জোরপূর্বক মিথ্যা মামলা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে। যার কারণে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে ফেরারি জীবন যাপন করতে হয়েছে। বছরের পর বছর ফেরারি জীবন যাপন করে তারা সামাজিকভাবে আর্থিকভাবে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে, হিন্দুদের নিরাপত্তা আমরা দিব : মামুনুল হক

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : ইসকনকে রুখে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন হেফাজত ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেন, 'ইসকন সন্ত্রাসী সংগঠন, তাদের রুখে দেয়া হবে। ওরা আমাদের দেশের শান্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। অতি দ্রুত ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে অন্যথায় হেফাজত ইসলাম রাজপথে নামতে বাধ্য হবে। আর হিন্দুদের নিরাপত্তা দেব আমরা।'

বুধবার বিকেলে ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে খেলাফত মজলিশ আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশে মামুনুল হক বলেন, 'বিগত জালিম সরকার নিজেদের লোকদের বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগে বসিয়ে ইচ্ছামত কাজ করেছে। তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল বলেই ২৪ এর আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জনরোষে পড়ে।'

তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা প্রতিশোধের রাজনিতীতে বিশ্বাসী ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তার দল আওয়ামী লীগের নিবেদিত কর্মীদের সঙ্গেও প্রতিশোধ নিয়েছে। তিনি এ দেশের ব্যাংক

গুলোকে শূন্য করছেন আজ দেশের মানুষ ব্যাংকে গিয়ে টাকা পায় না। দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে। তারপরেও তারা আবার রাজনীতি করার চেষ্টা করছে।'

এসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে মামুনুল হক বলেন, 'আপনাদের নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিতে ব্যর্থ হলে হেফাজত ইসলাম আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন না।'

বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানো হয়নি। দ্রুত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা চাই না এদেশের আলেম সমাজ নির্বাচনের দাবি নিয়ে রাজপথে নামক।'

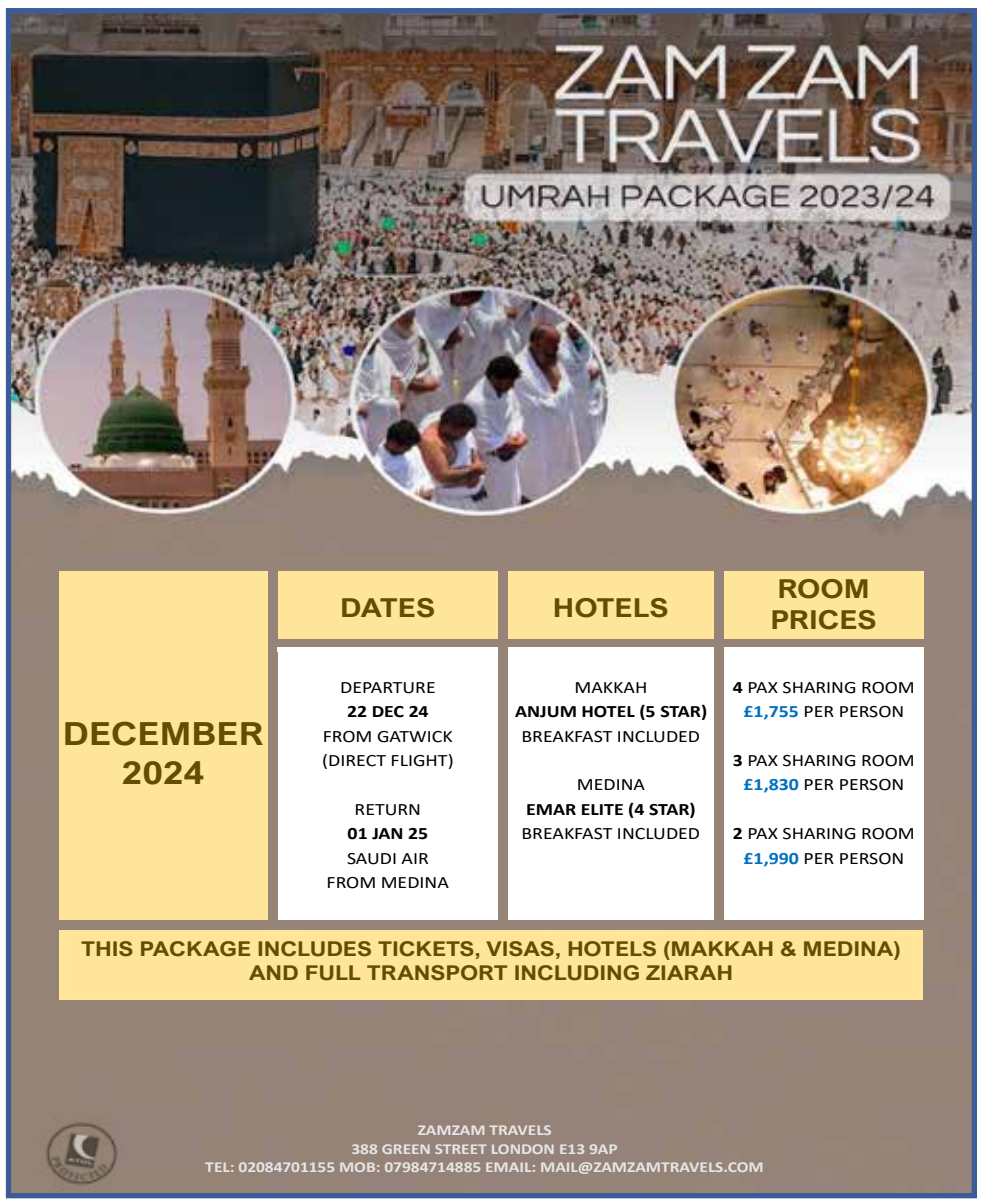

তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা বহাল করতে সবাই একমত

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর : তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বহাল করার বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা সংলাপ করেন। সংলাপ শেষে

সংস্কার কমিশনের প্রধান এ কথা জানান।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আগের নির্বাচন কমিশন যে বিতর্কিত, কলঙ্কজনক ও পাতানো নির্বাচন করেছে, তার মাধ্যমে তারা শপথ ভঙ্গ করেছে, সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। তাদের বিচারের আওতায় আনার কথা প্রায় সবাই বলেছেন।

রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে- তা আশা করা দূরাশা বলে মনে করেন সংস্কার কমিশনের প্রধান। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতাও দিতে হবে। এমন শক্তিশালী ও স্বাধীন হতে হবে যে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের অধীন একটা সরকার হতে হবে।

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সরাসরি আসন থাকতে হবে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, আমরা যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কথা বলেছি, তা-ও হতে পারে, অন্য পদ্ধতিও হতে পারে। এ ছাড়া সংলাপে নির্বাচন কমিশনের আইন পরিবর্তন করা, পিআর সিস্টেমসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সরাসরি নির্বাচনের কথা অনেকে বলেছেন। রাষ্ট্রপতির পদকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। এ ছাড়া সংলাপে না ভোটের বিধান রাখার ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন বলেও জানান তিনি।

সংলাপে অংশ নিয়ে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে পছন্দ না হলে যেন না ভোট দেয়া যায়, সেই ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। নির্বাচনে কারও প্রতি অন্যায় হলে তিনি মামলা করেন। সেই মামলা নিষপত্তি হতে হতে টার্ম (মেয়াদ) চলে যায়। তখন বাদী বিচার পান না। তিনি প্রস্তাব দেন, নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটা বিচারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, যাতে কমিশনই দ্রুততার সঙ্গে বিচার করতে পারে। যাতে বাদী বঞ্চিত না হন, তিনি তার অধিকার ফিরে পেতে পারেন।

আরেকটি প্রস্তাব সম্পর্কে ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, বিগত সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনসহ (ইভিএম) নানা কিছু কিনে অনেক টাকা তছরুপ করেছে। যার কারণে সাধারণ মানুষের নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা থাকে না। স্বচ্ছতা কীভাবে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আনা যেতে পারে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংলাপে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আল মাসুদ হাসানুজ্জামান তার মতামত দিয়েছেন। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সভায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সত্তার বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। সভায় আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা মিশ্র পদ্ধতিতে আসা উচিত। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা, স্বচ্ছভাবে দলীয় অর্থায়ন করা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সব অংশীজনের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা থাকার কথাও সভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। তার বক্তব্য, সভায় নির্বাচনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং না ভোটের প্রসঙ্গও এসেছে।

ভারতে বসে যতই ষড়যন্ত্র হোক, আমরা তা রুখে দেব : হাসনাত

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আওয়ামী লীগের সহায়তায় ইসকন আজ জঙ্গি সংগঠন হিসেবে স্বৈরাচারের সঙ্গী হয়ে ভারতের প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, ভারতের হাসিনা এই বাংলাদেশে তোমার আর ঠাঁই হবে না। ভারতে বসে যতই ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করা হোক, আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ সেই ষড়যন্ত্র রুখে দেব। বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের টাইগার পাস মোড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, গত ৫ আগস্ট দাঁড়িওয়ালা-টুপিওয়ালারা হিন্দুদের মন্দির পাহারা দিয়েছে। তবুও উগ্র হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি সংগঠন সাইফুল ইসলাম আলিফ ভাইকে হত্যা করেছে। এ দেশে সব ধর্মের সহাবস্থান থাকবে। যে হিন্দু সে হিন্দু ধর্ম পালন করবে। যে বৌদ্ধ সে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করবে। যে খ্রিষ্টান সে খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে। আমরা সবার অধিকার রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা উগ্রবাদী সংগঠন পরিচালনা করবে, সেসব উগ্রবাদী সংগঠনকে বাংলাদেশে কোনও জায়গা দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, ইসকন জঙ্গি সংগঠন। এ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ সংগঠন আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সঙ্গী। আমরা কিছুতেই ফ্যাসিবাদকে সহ্য করব না।

চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে কোনো উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের ঠাঁই হবে না, কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এই বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে। আমরা ১৫ দিনের মধ্যে ইসকনকে নিষিদ্ধকরণ চাই। আইনজীবী সাইফুল হত্যায় জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Money Transfer Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
Bangladesh Office, Sylhet. House No: 36, Road No 13 Block B, Shahjalal Uposhor Tel: 0088 029 9770 0392 Mob: 0088 01313 088877
Open: Saturday-Thursday Friday Telephone service only
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

‘কারি কিং’ শামীমের রান্নার যাদুতে মুগ্ধ ব্রিটিশ এমপি

ব্রিটেনের নর্থাম্পটন সাউথ আসনের ব্রিটিশ এমপি মাইক রিডার বলেছেন, রন্ধন শিল্প একটি আন্তর্জাতিক পেশা। ব্রিটেনে ও বিদেশে রন্ধনশীল্পের চাহিদা ব্যাপক। রেস্টুরেন্টের ব্যবসার মূল সাফল্য নির্ভর করে রান্নার স্বাদ ও খাবারের পুষ্টিগত মানের ওপর, যা নিশ্চিত করেন একজন দক্ষ শেফ। তেমনি একজন দক্ষ সেলিব্রেটি শেফ হচ্ছেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

তিনি শনিবার দুপুরে আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডে টপ শেপের পুরস্কার পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন ও সার্টিফিকেট প্রদান করতে এসে এ কথা বলেছেন।

দুপুরে মাইক রিডার এমপি আরামিনতাজে পৌঁছলে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান রেস্টুরেন্টের মালিক সিরাজ ইসলাম, রুফা মিয়া ,হেড শেফ শামীম চৌধুরী, আসকির মিয়া, দারা মিয়া, সহিদ ইসলাম, আজাদ আহত ও জিলা মিয়া সহ আর অনেকেই। এসময় সেলিব্রেটি শেফ শামীমকে অভিনন্দন জানিয়ে তার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন মাইক রিডার এমপি।

কারি কিং খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ শামীম চৌধুরীর হাতের রান্না খেয়ে খুবই প্রশংসা করেন নর্থাম্পটন সাউথ আসনের লেবার পার্টির এমপি মাইক রিডার। বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের গুণগত মান নিয়ে প্রশংসা করেন ব্রিটিশ এই এমপি। তিনি সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের লাইভ কুকিং দেখেন এবং তার হাতের খাবার, কোয়ালিটি ও হাইজিং মেইনটেইন দেখে মুগ্ধ হন।

এদিকে, কমিউনিটি বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সিরাজ ইসলাম, জুয়েল মিয়া, নুরুল ইসলাম, শহিদ আহমদ ও আশিক মিয়া। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার দাবিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে। সোমবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের বারাকা ইটারিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিতরা সমতা আশা করছেন। তাই প্রবাসীবহুল সিলেটবাসীও এখন ন্যায্য দাবি পুরণে দৃঢ় আশাবাদী।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের সভাপতি আব্দুল মুকিত বলেন, নোবেল জয়ী ড. ইউনুসের নেতৃত্বে পরিচালিত অন্তরবর্তী সরকার প্রবাসীদের ন্যায্য দাবি পুরণ করবেন বলেই আমাদের প্রত্যাশা। অতীতের সরকার সমূহ প্রবাসীদের সাথে প্রতারণা করেছেন। লন্ডন এসে অনেক মন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে ওয়াদা করলেও দেশে গিয়ে তারা বেমালুম ভুলে গেছেন। বর্তমান সরকার এমনটা করবেনা বলেই আমরা আশা করি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ গাজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ-সভাপতি ও সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বদরুজ্জামান সেলিম, দৈনিক সময় ও মানব টিভি সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, আমেরিকা প্রবাসী আনোয়ার হোসেন, ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সিনিয়র সহ-সভাপতি সেলিম হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দীন লাকি, কোষাধ্যক্ষ কদর উদ্দীন, শিক্ষা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসতাব উদ্দিন, ইসলাম উদ্দিন, লায়েক মিয়া, ফরহান আহমদ চৌধুরী, ফয়সল আহমদ, আব্দুর রহিম বেগ, তাহমিদ জাওয়াদ, মাজিদুর রহমান রুনু, ময়নুল ইসলাম, ফারুক আহমদ, দারা মিয়া, ছালেহ আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন-সহ প্রবাসীদের

মাঝে এই দাবির পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরী হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে লন্ডন-সিলেট-লন্ডন রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালুর কিছুদিন পর সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর বহু আন্দালন ও প্রতিক্ষার পর ২০২০ সালে আবারো চালু হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, বিমান লন্ডন থেকে সিলেট হয়ে ঢাকা গেলেও সিলেটের যাত্রীদের অনেক বেশী ভাড়া দিতে হয়। এমন বৈষম্যমূলক আচরণ খুবই অন্যায় এবং অপরাধের নামান্তর। সিলেট অঞ্চলের প্রবাসী যাত্রীদের জিম্মী করে বিমান অত্যধিক ভাড়া নিচ্ছে। ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশে যেতে পারছেন না। নতুন প্রজন্মের প্রবাসীদের স্বদেশমুখী করতে হলে লন্ডন-সিলেট- লন্ডন ফ্লাইটের ভাড়া কমাতে হবে। অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমানবন্দরকে পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সুবিধায় সমৃদ্ধ করা এবং সাউদিয়া, দুবাই, কাতার ও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-সহ বিদেশী বিমান ওঠানামার সুযোগ দিতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

অস্থির এক সময় এমন নৈরাজ্য মানা যায় না

কথায় কথায় আইন হাতে তুলে নেওয়ার নৈরাজ্যে যেন ভুগছে সারা দেশ। রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা নিষিদ্ধের রায়ের বিরুদ্ধে রিকশাচালকরা আন্দোলনে নেমে যা ইচ্ছা তাই করার যে মচ্ছবে মেতেছেন, তা কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। রিকশাচালকদের জীবনজীবিকা এবং সাধারণ মানুষের সাশ্রয়ী মূল্যে যাতায়াতের স্বার্থে আমরাও মনে করি আ দালতের রায়টি পুনর্বিবেচনা করা হোক। তবে এ বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বদলে ভাঙচুরে মেতে ওঠা কোনোভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের সিংহভাগই বড়জোর স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বেকার হওয়ার আ শঙ্কায় তাদের মধ্যে যে অস্থিরতা দানা বেঁধে উঠেছে, তা অজ্ঞতার কারণে ঘটেছে এমনটি মনে করার সুযোগ থাকলেও রাজধানীর ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে রবিবার যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনা কেন্দ্র করে হামলা ও ভাঙচুরের শিকার হয়েছে পুরান ঢাকার তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রাজধানীর ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা হামলা চালান ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে। এতে অন্তত ৩০ জন আহত এবং যানবাহন ভাঙচুর ও কলেজের গুরুত্বপূর্ণ মালামাল লুটেরও অভিযোগ উঠেছে। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হাওলাদারের মৃত্যু কেন্দ্র করে ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে বুধবার থেকে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে ঢাকার ৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জোটবেঁধে কবি নজ রুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ভাঙচুরে মেতে ওঠেন। তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা যে তাণ্ডব চালান তা নজিরবিহীন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ অতীতের সব আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের অবদান অসামান্য। ছাত্ররাজনীতির অবক্ষয়ের কারণে জনমনে ছাত্রসমাজ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়, তা পালটে দিয়েছে জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান। ছাত্রসমাজের গড়ে ওঠা সমীহজাগানো ভাবমূর্তির জন্য কথায় কথায় আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বিড়ম্বনা ডেকে আনছে। এ প্রবণতা থেকে সময় থাকতেই সরে আসতে হবে।

যেসব বিচার হতে দেয়নি আওয়ামী লীগ

জিয়া আহমদ, এনডিসি

১. ২০১৪ সালের ১৪ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম তার চার সঙ্গীসহ একটি মামলার হাজিরা শেষে বাসায় ফেরার পথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের র‍্যাব চেকপোস্ট থেকে অপহৃত হন। অপহরণের ঘটনা দেখে ফেলায় সিনিয়র আইনজীবী চন্দন সরকার ও তার গাড়ির চালককেও অপহরণ করা হয়। অপহরণের তিন দিন পরে শীতলক্ষ্যা নদীতে নজরুল ইসলামের লাশ ভেসে উঠলে ঘটনাটি সবার নজরে আসে।

অপহরণের পরদিন নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেনকে প্রধান আসামি করে মামলা করেন। অপহৃত আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পাল আরেকটি মামলা করেন।

কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের সাথে আরেক কাউন্সিলর নূর হোসেনের দ্বন্দ্ব অনেক পুরনো। তাদের দ্বন্দ্ব মূলত এলাকার প্রভাব ও নানা ছোটখাটো ব্যবসায় নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায় যখন নজরুল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের 'প্যানেল মেয়র' পদের নির্বাচনে নূর হোসেনকে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এ ছাড়াও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় নূর হোসেনের মাদক ব্যবসায়ের পথে বড় বাধা ছিলেন জনপ্রিয় কাউন্সিলর নজরুল। কিন্তু পেশা ও নেশায় সন্ত্রাসী নূর হোসেন কিছুতেই নজরুলকে কাবু করতে পারছিলেন না তার সতর্কতা ও জনপ্রিয়তার কারণে। এ অবস্থায় নূর হোসেন র‍্যাবের দ্বারস্থ হলেন তার পথের কাঁটা নজরুলকে সরিয়ে দেয়ার জন্য।

দেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর চৌকস সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা এলিট বাহিনী 'র‍্যাব' সরকারের ভিন্নমত দমন ও সন্ত্রাস নির্মূলে 'খুনে বাহিনী' হিসেবে দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও এই বাহিনীর নৈতিকতাও যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তা প্রমাণ হলো এই নজরুল অপহরণ ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। নজরুলের শ্বশুর শহীদুল ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, র‍্যাব-১১-এর কর্মকর্তারা ছয় কোটি টাকার কন্ট্রাক্টে এই হত্যাকাণ্ড ঘটান। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, র‍্যাবে-১১ এর অধিনায়ক লেফট্যানেট কর্নেল তারেক সাঈদ মোহাম্মদ ছিলেন তৎকালীন ত্রাণ ও খাদ্যমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার জামাতা। দেশের অর্থে প্রতিপালিত একটি সুশৃঙ্খল ও তথাকথিত এলিট বাহিনী যে 'ভাড়াটে খুনিতে' পরিণত হতে পারে, তা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। বস্তুত বিরুদ্ধ মত দমনে যথেচ্ছ ব্যবহার, মন্ত্রী শ্বশুরের প্রভাব এবং জবাবদিহির অভাবই র‍্যাব-১১-এর এই অধঃপতনের কারণ।

১৭ মে পুলিশের ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ র‍্যাবের তিন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে। তার আগে এদেরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ৮ এপ্রিল ২০১৫ অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক বছর পরে নূর হোসেন, বরখাস্তকৃত লে. কর্নেল তারেকসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। নিম্ন-আদালত জানুয়ারি ১৬, ২০১৭ তারিখ ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও অন্য ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়। পরে হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল করলে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে; এছাড়া ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অবশিষ্ট ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের তিন বছরের মধ্যে হাইকোর্টে এই মামলার নিষপত্তি হলেও গত সাত বছর ধরে মামলাটি আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় আছে।

২. গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন গত মে ১১, ২০২০ রহস্যজনকভাবে খুন হন। তিনি ওই দিন সকালে অফিস যাওয়ার জন্য করপোরেশনের গাড়িতে রওনা দিলেও আর অফিস পৌঁছাতে পারেননি। রাস্তার ধার থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেলোয়ারের লাশ উদ্ধারের পর তার স্ত্রী খোদেজা আক্তার 'তুরাগ থানায়' একটি হত্যা মামলা করেন।

বুয়েট থেকে ১৯৯৪ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর দেলোয়ার নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। বুয়েট গ্রাজুয়েটরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেখানে বিদেশে পাড়ি দেন, ব্যতিক্রমী দেলোয়ার দেশকে ভালোবেসে দেশেই তার ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিটি করপোরেশনে চাকরি শুরু করেন। ২০১৫ সালে তাকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনে বদলি করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়, যার মূল তদারকির দায়িত্ব দেলোয়ারের ওপর বর্তায়। অত্যন্ত সৎ ও নির্ভীক দেলোয়ার তার কাজের মানের ক্ষেত্রে আপসহীন ছিলেন। তার কর্মকালে তিনি গাজীপুর অঞ্চলে সিটি করপোরেশনের বিশাল পরিমাণ জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি কর্মরত থাকা অবস্থায় ওই এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদাররা কাজ না করেই বিল নেয়ার চেষ্টা করলে প্রকৌশলী দেলোয়ারের বাধার মুখে তা করতে ব্যর্থ হয়। ২০১৯ সালের মে-জুলাই সময়কালে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ১৪ জন কর্মচারী বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার কারণে বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত ও কৈফিয়ত তলবের সম্মুখীন হন, যার পেছনে দেলোয়ারের মুখ্য ভূমিকা ছিল। পরে এই দুর্বৃত্ত ঠিকাদার ও কর্মচারীদের তদবিরে দেলোয়ারকে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়। পরে ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ দেলোয়ারকে কোনাবাড়ি অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে পুনর্বহাল করা হয় এবং তাকে হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করা হয়।

তিনি প্রতিদিন যে গাড়িতে অফিস যেতেন, ঘটনার দিন তাকে অফিসে নেয়ার জন্য ভিন্ন একটি গাড়ি আসে, যার ড্রাইভারও ছিল তার অপরিচিত। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের তৎকালীন মেয়র জাহাঙ্গীর মেয়র হওয়ার আগে স্বনামে ও বেনামে গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ঠিকাদারির কাজ করতেন। তিনি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর তার কলেজ জীবনের সহপাঠী মনিরুলকে তার কাজ সুপারভিশনের দায়িত্ব দেন। গোপালগঞ্জের অধিবাসী মনিরুল সিটি করপোরেশনে একজন কর্মকর্তার মতো চলাফেরা ও আচরণ করতেন এবং মেয়র জাহাঙ্গীরের পক্ষে সব ধরনের কাজ পরিদর্শন করতেন। দেলোয়ার হত্যাকাণ্ডের পর মনিরুল দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। দেলোয়ারের পরিবারের দাবি অনুযায়ী মনিরুলসহ যে তিনজনকে তারা এই হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত বলে সন্দেহ করেন, তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদই করেনি। ১৪ অক্টোবর, ২০২০-এ প্রকাশিত 'দৈনিক প্রথম আলো'র এক রিপোর্টে পুলিশের বরাত দিয়ে জানানো হয়, তারা দেলোয়ার হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। দেলোয়ারের মতো একজন সম্মানিত মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে অনেক উপরতলার মানুষ। সাধারণ মানুষের এমনটাই বিশ্বাস।

এই প্রেক্ষাপটে গত মে ২০২৩ সালে বিচারক মোহাম্মদ মোরশেদ আলম গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী সেলিম (যিনি হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই পলাতক), ড্রাইভার হাবিব ও কথিত খুনি শাহীন হাওলাদারের বিরুদ্ধে প্রকৌশলী দেলোয়ার হত্যার অভিযোগে চার্জ গঠন করেন। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, এটি একটি সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াস।

৩. জুলাই ৩১, ২০২০ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার শামলাপুর পুলিশ চেকপোস্টে রাত ৯টার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান অত্যন্ত চৌকস সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। তার যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে তাকে প্রেষণে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে পদায়ন করা হয়। সে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৮ সালে নিজ উদ্যোগে সৃজনশীল ব্যবসায় করার জন্য তিনি সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন। ২০২০ সালের জুলাই মাসে তিনি টেলি-ডকুমেন্টারি তৈরির জন্য কক্সবাজার যান, সাথে তিনি নিয়ে যান আরো তিনজন সহকারীকে। ঘটনার দিন টেকনাফ অঞ্চলে সারাদিন কাজ করে কক্সবাজার ফেরার পথে রাত ৯টার দিকে টেকনাফ উপজেলার শামলাপুর পুলিশ চেকপোস্টে ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী তার গাড়ি থামাতে আদেশ দেন। মেজর (অব:) সিনহা গাড়ি থামিয়ে হাত উঁচু করে গাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্র ইন্সপেক্টর লিয়াকত পরপর আট রাউন্ড গুলি করেন। এতে সিনহা পড়ে যান; তারপর তিনি ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাসকে টেলিফোন করে ডেকে আনেন। ওসি প্রদীপ কুমার দাস এসে নিজ হাতে মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

ওসি প্রদীপ ওই এলাকায় ইয়াবা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ব্যবসার কারণেই ওই থানায় দুই বছর কর্মকালে ওসি প্রদীপ ৮৭ জন মানুষকে তথাকথিত ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করেন। মেজর (অব:) সিনহাকে হত্যা করার পর তারা গতানুগতিক ধারায় পুলিশ এনকাউন্টারের গল্প সাজানোর চেষ্টা করেন। তারা মেজর (অব:) সিনহার সহকর্মী 'সাহেদুল ইসলাম সিফাতকে' আসামি করে হত্যা ও মাদক আইনে মামলা দায়ের করেন। সিনহার অন্য সহকর্মী 'শিপ্রা দেবনাথের' বিরুদ্ধে তার কাছে ও তার কক্ষে মদ পাওয়া গেছে মর্মে মামলা দায়ের করে। ওসি প্রদীপ ভেবেছিল যে, অন্য ৮৭টি কেসের মতো এটিও ধামাচাপা পড়ে যাবে। কিন্তু মেজর (অব:) সিনহার ব্যাকগ্রাউন্ড, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংযোগের জন্য বিষয়টি সবার নজরে চলে আসে। সেনাবাহিনীতে কর্মরত সিনহার সহকর্মীসহ অন্যান্যরা এটি মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের সাধারণ জনগণও বিষয়টিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের সম্মিলিত চাপে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২ আগস্ট চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি ১২ আগস্ট, ২০২০ তারিখে সরেজমিন ঘটনার স্থান পরিদর্শন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী নেন। এর মধ্যেই নিহত মেজর (অব:) সিনহার বড়বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদৌস ৫ আগস্ট আদালতে একটি হত্যা মামলা করেন। ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৫ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল করেন।

দীর্ঘ শুনানির পর বিচারক গত ৩১ জানুয়ারি ২০২২ জনাকীর্ণ আদালতে মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বরখাস্তকৃত ওসি প্রদীপ ও ইন্সপেক্টর লিয়াকতকে ফাঁসি ও ছয়জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। এরপর ওসি প্রদীপ, ইন্সপেক্টর লিয়াকতের পক্ষ থেকে এবং সরকারের তরফ হতে আপিল আবেদন করা হয় হাইকোর্টে। এই আপিল দায়েরের পর দুই বছর সময় পার হয়ে গেলেও এখনো কোনো শুনানি হয়নি।

এই তিনটি মামলা 'কেসস্টাডি' মাত্র। এ রকম আরো হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে যেখানে আওয়ামী পুলিশ, র‍্যাব ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বহু সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মামলাই রজু হয়নি আর যেসব ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মামলাগুলো হয় ধামাচাপা পড়ে গেছে নয়তো আদালতেই ঝুলে আছে বছরের পর বছর। খুনি সমর্থকদের বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ এই নীতি গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারকে এই মামলাগুলোর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনঃতদন্ত করতে হবে (যেমন- প্রকৌশলী দেলোয়ার হত্যা মামলা); অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত আপিল শুনানি করে রায় কার্যকরের ব্যবস্থা নিতে হবে। আওয়ামী লীগের আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু কোনো ষড়যন্ত্রে কখন কোনো খুনি লক্ষ্মীপুরের গডফাদার তাহেরের ছেলে বিপ্লব, জোসেফ-হারিস বা পুরান ঢাকার দরিদ্র দর্জি বিশ্বজিতের খুনিদের মতো আবার মুক্ত হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করে ফেলে, তা বলা মুশকিল। আমরা এত রক্ত দিয়ে এই গণ আন্দোলন সফল করার পর তা আর হতে দিতে পারি না।

লেখক : সাবেক সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক

যুক্তরাজ্য সফরে সিলেটের এডিশনাল পিপি আব্দুল - মুকিত অপি

সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতের এডিশনাল পিপি, মহানগর বিএনপির পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল মুকিত অপি এক সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্যে এসেছেন।

সফরকালীন সময়ে অ্যাডভোকেট অপি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে আইনজীবী-সাংবাদিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

অ্যাডভোকেট অপি দীর্ঘদিন দৈনিক সিলেটের ডাক ও দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন । তিনি সিলেট প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির লাইব্রেরি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সিলেটের প্রাচীন সাহিত্য পত্রিকা 'আল ইসলাহ'-এর সম্পাদক ছিলেন একটানা চার বছর। আগামী ১০ ডিসেম্বর তিনি দেশে ফিরে যাবেন । তাঁর সঙ্গে ০৭৯৭৯ ৪৮৭ ১৫৭ নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে প্রোসারী শপে
07940 782 876, 020 3540 0942

বিলেতে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মোহাম্মদ ফিরোজ স্মরণে সভা

মহান মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য ৭১ এর একশন কমিটির ওয়েলসের সেক্রেটারি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কার্ডিফ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি প্রয়াত মোহাম্মদ ফিরোজের স্মরণে সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর সোমবার রাত ১১ টায় বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, ট্রেজারার লিলু মিয়া, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সোয়ানসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মনা, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমেদ শিবুল, মরহুম এর ছেলে রাসেল ফিরুজ, প্রবীণ মুরব্বি আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, নিউপোর্ট যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগ

এর সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, নিউপোর্ট যুবলীগের সভাপতি শাহ শাফি কাদির, ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এ বি রুনেল, সোয়ানসী যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রহমান, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম নিউপোর্ট এর সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার, নিউপোর্ট যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আনহার মিয়া, ওয়েলস তাতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহির আলী, ওয়েলস ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন প্রমখ। সভার শুরুতেই মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ ও হাফিজ মিফতাউর রহমান। পরিশেষে শিরনি বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিলেতের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ ফিরোজ বৃটেনের কার্ডিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ওয়েলসের লন্ডন সময় দুপুর ১২.৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে, নাতি নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় সজ্জন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। ২১ অক্টোবর মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়াস্থ নিজ বাড়িতে ২য় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে মোহাম্মদ ফিরোজের মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি খুবই সজ্জন ও ভালো মানুষ ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)
SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

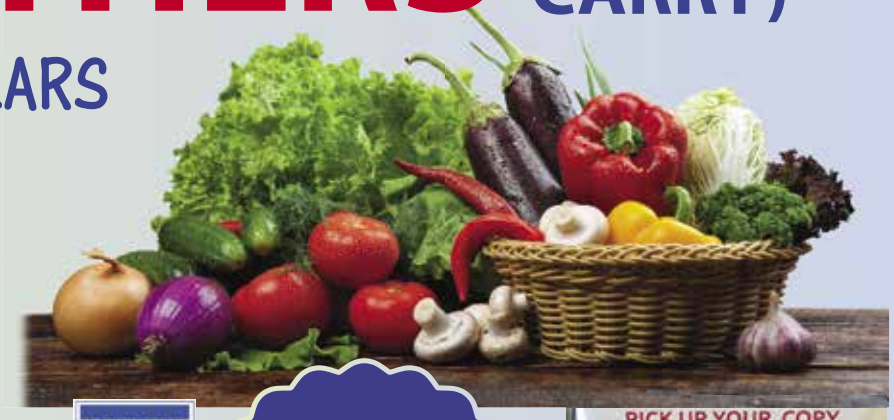

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late
17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

‘ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস’ সম্মেলনে মেয়র লুৎফুর রহমান

টাওয়ার হ্যামলেটসকে সব ধরনের ঘৃণা থেকে মুক্ত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ইসলামোফোবিয়া (ইসলাম-বিদ্বেষ) মোকাবেলা করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ভুক্তভোগীদের সহায়তা এবং অংশীদার সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের অন্যতম প্রচেষ্টা।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ইস্ট লন্ডন মসজিদ, কাউন্সিল অব মস্ক এবং দারুল উম্মাহর সহযোগিতায় ১৮ নভেম্বর সোমবার টাউন হলের গ্রোসার্স উইংয়ে আয়োজিত “সিডস অব চেঞ্জ” নামের ইভেন্টে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

নভেম্বর মাসজুড়ে দেশব্যাপি উদযাপিত ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাসের অংশ হিসেবে এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজে মুসলমানদের ইতিবাচক অবদানের উদাহরণ তুলে ধরা।

অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে ইসলামোফোবিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন এবং মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিনিধি, কাউন্সিল সদস্য এবং অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্য শুনেছেন। ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন অংশগ্রহণকারী সকলে। এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

সম্মেলনে বক্তৃতাকালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসের ৯০ পার্সেন্ট বাসিন্দা মনে করেন বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা মানুষ একসঙ্গে

ভালোভাবে বসবাস করেন । তবে, অন্যান্য কমিউনিটির মতো, আমাদের বাসিন্দারাও কখনও কখনও ইসলামোফোবিয়া এবং অন্যান্য ঘৃণামূলক অপরাধের শিকার হন।

মেয়র বলেন, “আমরা আমাদের বারাকে সব ধরনের ঘৃণা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এটি অর্জন করতে আমরা আমাদের ‘টাওয়ার হ্যামলেটস নো প্লেস ফর হেইট ফোরাম,’ ‘হেইট ইনসিডেন্ট কেস প্যানেল’ এবং ‘হেইট ক্রাইম চ্যাম্পিয়নস’ এর মাধ্যমে কাজ করছি, যারা পুলিশ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে মিলে নিশ্চিত করেন যে ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীরা যেন সকল ধরনের সহায়তা পান এবং সব ধরনের ঘৃণামূলক অপরাধের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।”

‘সিডস্ অব চেঞ্জ’ অর্থাৎ পরিবর্তনের বীজ শীর্ষক এই বিশেষ এই সম্মেলনে সমাজে ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে বোঝা বা ধারনা লাভের ওপর তত্ত্ব ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরেন লিডস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অব সোশ্যাল থিওরি এন্ড ডিকলোনিয়াল থট্, প্রফেসর সালমান সাইয়িদ। ‘মিডিয়া এন্ড ইসলামোফোবিয়া’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ জার্নালিস্ট এবং ব্রডকাস্টার পিটার ওবর্ন ।

ইসলামোফোবিয়ার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কিভাবে সাড়া দেয় এবং স্থানীয়ভাবে গৃহিত উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন মেট্রোপলিটন পুলিশ এর চিফ ইন্সপেক্টর ইশতিয়াক মুনিব । ফেইথ

গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন টাওয়ার হ্যামলেটস্ ইন্টারফেইথ ফোরামের চেয়ার এবং ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রোগ্রামস ম্যানেজার সুফিয়া আলম। এছাড়া ইসলামোফোবিয়া সহ বিভিন্ন ধরনের বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়া দুই জন তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি এন্ড কমিউনিটিজ এর কর্মকর্তা আফাজল হক ও আয়ান গুলেইড।

এই সম্মেলনের পাশাপাশি, কাউন্সিল পুরো বারা জুড়ে ইভেন্ট আয়োজন করেছে, যেখানে ইসলামোফোবিয়া এবং অন্যান্য ঘৃণামূলক অপরাধ রিপোর্ট করার পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে, ভুক্তভোগীদের সহায়তার বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং বাসিন্দাদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে যে কীভাবে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।

কেবিনেট মেম্বার ফর সেইফার কমিউনিটিজ, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, বলেছেন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক মানুষকে জানি যারা ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন । একজন মানুষকেও যেন এই সমস্যায় পড়তে না হয়, সে জন্যই এমন ইভেন্টগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ঘৃণা জনিত কোন আচরণ আমাদের বারাতে বরদাস্ত করা হবে না, সেই বার্তা দেয়।”। ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কিত যেকোনো ঘটনা ১০১ অথবা ৯৯৯ নম্বরে কল করে পুলিশকে রিপোর্ট করতে সম্মেলনে আহবান জানানো হয়।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনী পাঠ্য পুস্তকে অন্তভুর্ক্ত করার দাবি

বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস অন্তভুর্ক্ত করার দাবী জানানো হয়েছে।

গত ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার মাওলানা ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে ব্রিটিশ বাংলাদেশী হিস্ট্রি এণ্ড হেরিটেজ কাউন্সিল আয়োজিত এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে এ দাবী জানানো হয় ।

সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন ।মাওলানা ভাসানীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন-সাবেক কাউন্সিলার ও ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, কমিউনিটি নেতা মোঃ নুরুল আমিন, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সচিব এম এ রব, রাইটস কনসারনের সভাপতি মোহাম্মদ শফিক খান, প্রবাসী অধিকার ও অভিবাসী পরিষদ ইউকের সভাপতি মাওলানা ফরিদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব নুর বক্স ও হাজী মোহাম্মদ হাবিব, নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল হাই ,বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি বদরুজ্জামান বাবুল, জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসেসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, জকিগঞ্জ এসোসিয়েশনের সম্পাদক আবুল হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, মাওলানা ভাসানীকে জাতি আজ ভুলতে বসেছে। পাঠ্য পুস্তক থেকে জীবনী বাদ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছবি সরিয়ে ফেলা

হয়েছে। তাই বর্তমান সরকারকে ভাসানীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

সভা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ সালেহ আহমদ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ। সভা শেষে শিরনী বিতরন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওলডহ্যামে ওয়েলফেয়ার বিডির সমাবেশে ড. শফিকুর রহমান

ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ পথ ফিরে পেয়েছে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে লগি-বৈঠার তান্ডবের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে পথহারা হয়েছিল, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আবার পথ ফিরে পেয়েছে। গত ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের নর্থ ইংল্যান্ডের ওলডহ্যাম শহরের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে ওয়েলফেয়ার বিডির উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন। সমাবেশে নেতাকর্মী এবং শুভাকাঙ্খীদের ভীড় ছিল লক্ষ্যণীয়। অনুষ্ঠানে জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমানের বক্তৃতা চলাকালে কোলাহল পূর্ণ পরিবেশে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। মাওলানা নোমান আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সৈয়দ বদরুল আলম, সারওয়ার হোসাইন সুজন ও নুরুল আমিন তারেকের প্রাণবন্তকর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী ইমরান আহমেদ চৌধুরী এবং সংগীত পরিবেশন করে নর্থ কালচ্যারাল গ্রুপের সদস্যরা।

বাংলাদেশের একটি গণমাধ্যম তাঁর বক্তব্য খন্ডিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে অভিযোগ করে তিনি বলনে, পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যারা গণহত্যা এবং জুলুম নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিচার এ সরকারকে শুরু করতে হবে। তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর ১১ জন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। যার মধ্যে পাঁচজনকে ফাঁসি এবং ছয়জনকে জেলখানার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ করতে সবার প্রতি আহবান জানিয়ে আরো বলেন, এমন কোনো

কাজ যদি দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কারণ হয়, দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সংশোধনের উদ্দেশ্য উত্তম পরামর্শ দিবেন। দ্বীনের ন্যায় সঙ্গত কাজে অতীতে যেভাবে সহযোগিতা পেয়েছেন সবার কাছ থেকে, সেটা অব্যাহত রাখতেও অনুরোধ করেন। দীর্ঘ বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন উপস্থিত ৬ শতাধিক শ্রোতাবৃন্দ।

এছাড়া ড. শফিকুর রহমান দলীয় নেতাকর্মী এবং শুভাকাঙ্খীদের পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার কথা উল্লেখ করে বলেন, উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই শান্তিময় জীবনযাপন সম্ভব হবে। এছাড়া তিনি বৃটেনে যারা বসবাস করছেন, তাদের সে দেশকে সম্মান, দেশের আইন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় অবদান এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার উপদেশ প্রদান করেন।

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. রেদওয়ানুর রহমান, শিক্ষাবিদ ড. দিলদার চৌধুরী, আতিকুর রহমান জিলু, সৈয়দ জামিরুল ইসলাম বাবু, আনোয়ার আলী জিতু এবং জাহিদুল ইসলাম। সমাবেশে নেতাকর্মীরা বলেন, সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৈষম্যহীন এবং ফ্যাসিবাদ মুক্ত নতুন বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমেই, 'জেনারেশন জেড'

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

যুক্তরাজ্যের সেরা ২০ রেস্টুরেন্ট পেলো ‘শেফঅনলাইন অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড’

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যের কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব রেস্টুরেন্ট তাদের খাবার ও সেবার মান উন্নত করেছে এবং উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে অন্যকে অনুপ্রাণিত করেছে-এমন ২০টি রেস্টুরেন্টকে অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ডস (২০২৪) প্রদান করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় লন্ডনের কাম্বারল্যান্ড হোটেলে এই অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডস বিজয়ী ২০ রেস্টুরেন্ট হচ্ছে: কারি প্যালেস, চিউ ভ্যালি রাজ, জয়রাজ ইন্ডিয়ান কুজিন, নবাবী ভোজ, সিটি কিচেন, সাভসি টার্কিস মেডিটেরেনিয়ান রেস্টুরেন্ট, নাগা তন্দুরি, ফিউশন কিচেন বাই আজিজ, বেঙ্গল লাউঞ্জ, রয়্যাল জয়পুর, জলপরী অব উডলি, জয়পুর এক্সপ্রেস, গুর্খা কিচেন, টেস্ট অব নবাব, কারি আড্ডা, বেঙ্গল ব্রাসারী, শাপলা স্পাইস, রোজ এন্ড মেংগো, সিনামন রেস্টুরেন্ট ও এ্যরোমা।

এ ব্যাপারে শেফঅনলাইন এবং আর্তা অ্যাওয়ার্ডস-এর সিইও মোহাম্মদ মুনিম বলেন: ”শেফঅনলাইন অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ডস শুধুমাত্র কারি শিল্পে সেরাদের স্বীকৃতি নয়, এটি আবেগ, কারুকার্য এবং রন্ধনপ্রণালীর পরিপূর্ণতার অবিরাম সাধনার উদযাপন। আমরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মানিত করতে পেরে গর্বিত। আমাদের স্পনসররা যারা আমাদের শিল্পকে সমৃদ্ধ রাখে, পরবর্তী প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং উচ্চ লক্ষ্য রাখতে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের রন্ধনশিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করার এবং উদযাপন করার সুযোগ ছিল। অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী অনিন্দ্য চ্যাটার্জী, জেসমিন ও ডাগ মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করেন।

উল্লেখ্য, শেফঅনলাইন অ্যাচিভারস অ্যাওয়ার্ডস হচ্ছে যুক্তরাজ্যের কারি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রদর্শনী। এই পুরস্কারটির উদ্দেশ্য যুক্তরাজ্যের আতিথেয়তা খাতের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠা, যারা ধারাবাহিকভাবে মান এবং উদ্ভাবনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে। এই সম্মাননাটি মূলত তাদের প্রতি অর্পিত করা হলো যারা রেস্তোরাঁগুলির অসামান্য প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই শিল্পের মান পুনঃনির্ধারণ করেছে, এই খাতের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে।

শেফঅনলাইন অ্যাচিভার্স এওয়ার্ড এমন সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করে যারা মানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ পাশাপাশি অন্যান্য মূল মানদণ্ডকে তুলে ধরে যেমন: খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি মানদন্ড, গুগল পর্যালোচনা, ট্রিপ এডভাইজর পর্যালোচনা ও শেফঅনলাইন পর্যালোচনা।

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজে’র নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন

ব্রিটেনে ব্রিটিশ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের প্রাচীনতম সংগঠন সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্যের ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন পরিচালনা পর্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় পূর্বলন্ডনের বাংলাটাউনের ৩৭/সি প্রিন্সলেট ষ্ট্রীটে সংগঠনের অস্থায়ী অফিসে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ২০২৫-২০২৬ সালের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার ফারুক আহমদ। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন লেখক গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান। সহযোগিতায় ছিলেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার ময়নুর রহমান বাবুল ও আতাউর রহমান মিলাদ।

এর পূর্বে সংগঠনের সভাপতি কবি ময়নুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কবি এ.কে. এম. আব্দুল্লার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয় এবং বিদায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পড়ে শুনান সংগঠনের সাধারন সম্পাদক এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

এবারের নতুন কমিটিতে কবি মোহাম্মদ ইকবালকে সভাপতি, উদয় শংকর দুর্জয়কে সেক্রেটারী ও কবি টিভি উপস্থাপিকা হেনা বেগমকে কোষাধ্যক্ষ ও সহসভাপতি এ.কে. আজাদ ছোটন, কবি ইকবাল হোসেন বুলবুল ও সাংবাদিক রহমত আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক কবি এম. মোশাহিদ খান, এবং কবি ও আবৃত্তিকার স্মৃতি আজাদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ নূরুন নবী আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শামীম আহমদ, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোহিদ, মিডিয়া সেক্রেটারী কবি-সাংবাদিক জুয়েল রাজ, সাহিত্য সম্পাদক কবি সৈয়দ হেলাল সাইফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কবি ও সাবেক কাউন্সিলার শাহ সুহেল আমিন। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা হলেন, কবি ময়নুর রহমান বাবুল, কবি এ, এ.এম. আব্দুল্লাহ, গবেষক ফারুক আহমদ, কবি আতাউর রহমান মিলাদ, কবি আবু মকসুদ, নূরুল ইসলাম,কবি কাজল রশিদ, কবি আসমা মতিন, কবি আনোয়ারুল ইসলাম অভি, কবি সাংবাদিক ড. আজিজুল আম্বিয়া, ফয়েজুল ইসলাম ফয়েজনূর, শামসুল হক শাহ আলম ও নূরজাহান রহমান। উল্লেখ্য, আগামী ৩১ ডিসেম্বর নতুন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব ভারগ্রহণ করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
‘E3 DEBT MANAGEMENT’
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর সোমবার শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দাওয়াতী কার্যক্রমে অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হোসাইন আহমদ প্রমুখ।
গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রমে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তি মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ ও মনসুর আহমদ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে সদস্য ফরম পূরণ করে সংগঠনে যোগদান করেন। নেতৃবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রি তাদের হাতে তুলে দিয়ে যোগদান কারিদের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে স্বাগত জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পেনশন ক্রেডিট নিয়ে প্রচারণা "যার প্রাপ্য তারই পাওয়া উচিত"

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় পেনশন ক্রেডিট সুবিধার প্রায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড এখনো দাবি করা হয়নি। কাউন্সিলের তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, এই বারায় ৪,০০০ এরও বেশি পরিবার প্রতি বছর গড়ে ৩,৯০০ পাউন্ড মূল্যের পেমেন্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পেনশন ক্রেডিট পাওয়া গেলে আরও কিছু সহায়তা পাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত হয়, যার মধ্যে রয়েছে-শীতকালীন জ্বালানি পেমেন্ট, সর্বোচ্চ ৩০০ পাউন্ড (যদি শনিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর আগে আবেদন করেন)। ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য বিনামূল্যে টিভি লাইসেন্স। এনএইচএস ব্যয় সহায়তা যেমন প্রেসক্রিপশন, ডেন্টাল চিকিৎসা, চশমা এবং হাসপাতাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যাতায়াত খরচ।
২৫ নভেম্বর সোমবার কাউন্সিল টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অ্যাডভাইস নেটওয়ার্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "পেনশন ক্রেডিট: যার প্রাপ্য, তারই পাওয়া উচিত" প্রচারণা শুরু করেছে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য বারার প্রবীণদেরকে সহায়তা করার জন্য কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বন্ধু, স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কারণে এই বিনামূল্যের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন না। আমরা চাই সবাই একসঙ্গে কাজ করে, তরুণ-প্রবীণ মিলে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুক।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ইয়াং মেয়র ফেতুমা হাসান বলেন, "আমি এই প্রচারণা সমর্থন করছি এবং অবশ্যই আমার দাদা দাদির সাথে কথা বলে নিশ্চিত করব যে তারা তাদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা পাচ্ছেন। এটা খুব সহজ, মাত্র একটি ক্লিকেই প্রতি বছরে প্রায় ৪,০০০ পাউন্ড বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এটা আসলেই সোজাসাপ্টা ব্যাপার।"
৮০ বছর বয়সী এলিজাবেথ আদেবিসি অনলাইনে বেনিফিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নিজের প্রাপ্য সুবিধা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, "অনেকেই হয়তো জানেন না তারা কী কী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। তবে এটি জানা খুবই জরুরি কারণ এখানে অনেক সহায়তা রয়েছে। আমি আনন্দিত যে কাউন্সিল এটি তুলে ধরছে। যদি ফর্ম পূরণ করতে না জানেন, পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধুর সাহায্য নিন।"
টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "বছরে অতিরিক্ত ৩,৯০০ পাউন্ড বর্তমানে অর্থনৈতিক চাপে থাকা পরিবারের জন্য একটি বিশাল পার্থক্য আনতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবন বদলে দিতে পারে।"
মেয়র বলেন, "আমরা বন্ধু, পরিবার এবং প্রতিবেশীদের অনুরোধ করছি যেন তারা তাদের প্রিয়জনদের পেনশন ক্রেডিটের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করেন, যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত না হন।"
কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড কস্ট-অব লিভিং, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ যোগ করেছেনঃ "আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অ্যাডভাইস নেটওয়ার্কের সাথে কাজ করছি যেন যত বেশি সংখ্যক বাসিন্দাকে সাহায্য করা যায়। কেবল পেনশন ক্রেডিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আপনার প্রাপ্য যাচাই করুন।"
যেভাবে আবেদন করবেন: পেনশন ক্রেডিট হেল্পলাইনে কল করুন; ০৮০০ ৯৯ ১২৩৪। অথবা অনলাইনে আবেদন করুণ। আবেদনের জন্য আপনার প্রয়োজন হবে
জাতীয় বীমা নম্বর। আপনার আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তথ্য। যেই অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাঠাতে চান, তার বিস্তারিত তথ্য। আপনার যোগ্যতা যাচাই করতে পেনশন ক্রেডিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন। যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে সহায়তা প্রয়োজন হয় অথবা কাউন্সিলের পরামর্শদাতার সঙ্গে কথা বলতে চান, কল করুন: ০২০ ৭৩৬৪ ৫০৪০। অথবা ক্রিসপ স্ট্রিট আইডিয়া স্টোর, বো আইডিয়া স্টোর ও টাউন হল এ অবস্থিত রেসিডেন্টস্ হাবগুলোতে আসুন। আমাদের রেসিডেন্টস্ সাপোর্ট আউটরিচ টিম ফেস - টু - ফেস সহায়তার জন্য প্রস্তুত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ইমেইল করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আরসিটি ইউকের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আরসিটি ইউকের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে ২৪ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় অ্যাপল রিয়েল এস্টেট, নিউবেরি পার্ক, রেডব্রিজে প্রস্তুতি সভা করেছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহীন চৌধুরী। ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন এবং জিসিএসই এবং এ লেভেলে ভালো ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার জন্য আসন্ন ইভেন্ট সম্পর্কে ধারণা ও মতামত বিনিময়ের একটি উন্মুক্ত আলোচনা নেওয়া হয়।
দীর্ঘ আলোচনার পর, পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১২ জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। আরও ন্নিলিখিত রেজুলেশনগুলো গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-শিক্ষার্থীদের নিয়েগের ব্যবস্থা করার জন্য, দাযি়ত্ব নেন সহ-সভাপতি আফসর হোসেন আনাম, সমাজ ও কল্যাণ সম্পাদক আবু তারেক চৌধুরী, শিক্ষা সচিব শাহীন আহমেদ, আলিন চৌধুরী এবং কামরুল হোসেন দেলোয়ার। সভাপতি মো. অহিদ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন চৌধুরী অনুষ্ঠানস্থল সাজান।
সাধারণ সম্পাদক শাহীন চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ আনামুল হক আনাম খাবার আয়োজন করবেন। শেষ খরচ মেটাতে, কার্যনির্বাহী সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের অবদানের ঘোষণা দিয়েছেন।
সভায় নির্বাহী কর্মকর্তারা তাদের মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন সহ-সভাপতি আফছর হোসেন, সহ-সভাপতি ফারুক উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক এনাম, শিক্ষা সম্পাদক শাহীন আহমেদ, সমাজ ও কল্যাণ আবু তারেক চৌধুরী, ডাঃ মাশুক আহমেদ, মঈনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আমিন, জহির হোসেন গাউস, রেজাউল করিন রাজু, এলিন আহমেদ চৌধুরী ও কামরুল হোসেন দেলোয়ার প্রমুখ। ইভেন্টটি ২০০ থেকে ৩০০ স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রয়েছে। পরিশেষে সভাপতি অহিদ উদ্দিন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত

ইক্বরা বাংলা টিভি ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২য় আন্তর্জাতিক কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত সেমি ফাইনালে ইউকে ইতালি, আমেরিকার থেকে ৩৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। সেমিফাইনাল অনুষ্ঠানে উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন ইকরা টিভির সিও হাফিজ ক্বারী শায়খ হোযাইফা।
বিচারক প্যানেলে ছিলেন বিশিষ্ট ক্বারী ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম হাফিজ ক্বারী শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক, আন্তর্জাতিক ক্বারী মুহাম্মদ জিয়াদ, মুফতী মুহাম্মদ মুহিদ।
প্রত্যেক প্রতিযোগী অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেন। পরিশেষে বিচারক প্যানেল টপ টেন হিসেবে ফাইনালের জন্য দশ জন প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেন।
সাউতুল কুরআন প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফিনালে আগামী ১৫ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রান্ড ফিনালে প্রোগ্রাম সফল করতে কমিউনিটি সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন সাউতুল কুরআন প্রতিযোগিতার সমন্বয়ক ইকরা টিভির উপস্থাপক মুফতী ছালেহ আহমদ ও উস্তাদ মাওলানা আব্দুল বাসিত। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪

ইস্ট মিডল্যান্ডস রিজিয়নে সেরা শেফ হিসেবে অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হলেন শামীম

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভম্বের ২০২৪ : নর্থাম্পটনের আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ব্রিটেনের মর্যাদাকর এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস, ইস্ট মিডল্যান্ড রিজিয়নে শেফ অব দ্যা ইয়ার বা বছরের সেরা শেফ নির্বাচিত হয়েছে।

গত ১৭ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় লন্ডন পার্ক লেনের গ্রোভনর হোটেলে আলো ঝলমলে আয়োজনে বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অতিথির উপস্থিতিতে এই সম্মাননা তুলে দেয়া হয়।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম গত দেড় দশক ধরে নর্থাম্পটন ও আশেপাশের বিভিন্ন শহরের রেস্টুরেন্ট ও টেইকওয়েতে শেফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মন্ত্রী ,এমপি, মেয়র সহ অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি শামীমের হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করেছেন।শেফ হিসেবে তার খাবারের স্বাস্থ্য মান এবং একই সাথে বাঙালিয়ানা বজায় রেখে অন্যান্য এথনিক ফিউশন আলাদা একটি খ্যাতি দিয়েছে তাকে।

এহসানুল চৌধুরী শামীম সেরা শেফ অব দ্যা ইয়ার হিসেবে বিজয়ী হওয়ার পর বলেন, আমার দেড় দশকের শেফ হিসাবে একটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, সেটা হলো আমার কাস্টোমাররা খাবার খেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে তাদের ভালোবাসার প্রকাশ করেন । প্রসংশার করেন মন থেকে । তবে এই পুরস্কার আলাদা গুরুত্ব বহন করে। শেফ হিসাবে এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আমার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আরো বাড়িয়ে দিলো।

নিজের খাবারের গুন সম্পর্কে তিনি বলেন, চেষ্টা করি যখন যে রেস্টুরেন্টে কাজ করি সেই এলাকার মানুষের খাবারের চাহিদা সম্পর্কে জেনে নেয়ার । ফুড হেবিট জেনে নিয়ে সেটার সাথে নিজের মেধার সমন্বয় ঘটিয়েই খাবার তৈরি করি । একই সাথে খাবারের শৈল্পিক উপস্থিতিও আমার আলাদা বৈশিষ্ট্য । কোন আর্টিফিশিয়াল রং বা কিছু ব্যবহার করিনা । যা খাওয়া যায় তাই দিয়েই খাবারের ডেকোরেশন করি। এটা কাস্টমার খুব পছন্দ করে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিসিএ আয়োজিত ব্রিটেনের সেরা শেফ এর পুরুস্কার সহ একাধিক পুরস্কার বিজয়ী সেলিব্রেটি শেফ শামীম এর কাছে রান্না একটি পেশন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি ও মন্ত্রীর রুশনারা আলী

বলেন, সেলিব্রেটি শেফ এসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম সেরা শেফের পুরস্কার পাওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভকামনা রইল।

নর্থাম্পটন নর্থ আসনের লেবার পার্টির এমপি লুসি রিগবি বলেন, আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের হাতের রান্না খাবার খেয়েছি । খুব ভালো লেগেছে। শামীমের রান্না খুবই মজাদার এবং সুস্বাদু। শামীম এক্সিলেন্ট শেফ। তার সাফল্য কামনা করি।

সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এশিয়ান কারি এওয়ার্ডে সেরা শেফের পুরস্কার পাওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল শেফ টমি মিয়া, তিনি বলেন আমি খুবই খুশি হয়েছি শামীম এশিয়ান কারি এওয়ার্ড পাওয়ায়। শামীম সাংবাদিকতার পাশাপাশি একজন ভালো মানের শেফও ।শামীমের হাতের রান্নায় জাদু আছে । তার সাফল্য কামনা করি। শিগগিরই সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর হাতের খাবার খেতে নর্থাম্পটন আসবো।

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং অনিওনবাজি বানিয়ে বিশ্ব রেকর্ডধারী সেলিব্রেটি শেফ অলি খান এমবিই বলেন,সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এশিয়ান কারি এওয়ার্ডে শেফ অফ দা ইয়ার নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি । তার হাতের রান্না খেয়েছি । খুবই মজাদার ও সুস্বাদু। শুভকামনা রইল । তিনি ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় কিছু করতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের বলেন, আমাদের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এশিয়ান কারি ওয়ার্ডে সেরা শেফের পুরস্কার পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাই । শামীম একজন ভালো শেফ, ভালো সাংবাদিক, ভালো গার্ডেনার । শামীমের সাফল্য কামনা করি। ইনশাআল্লাহ তিনি ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু করবেন বলে মনে করি।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ বলেন , এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম আমাদের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক ।তিনি এশিয়ান কারী এওয়ার্ডে সেরা শেফ এর পুরস্কার পেয়েছেন তাই লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি এই অ্যাওয়ার্ড তাকে ভবিষ্যতে তার কর্মক্ষেত্রে আর অনুপ্রেরণা যোগাবে । তিনি ভবিষ্যতে আরো বড় কিছু করবেন বলে আমি আশাবাদী।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম তিনি নর্থাম্পটন তথা বৃটেনের সক্রিয় সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সংবাদের মাধ্যমে তিনি নর্থাম্পটনকে তুলে ধরেন যুক্তরাজ্যে । আমি আশা করছি তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি শেফ হিসাবে কাজ করে যাবেন। দুটোই শামীম প্যারালাল ভাবে চালিয়ে যাবেন ।তিনি রেস্টুরেন্ট সেক্টরকে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তুলে ধরবেন । তার সাফল্য কামনা করি।

আরামিনতাজ নর্থাম্পটনের মালিক সিরাজ ইসলাম রুফা মিয়া বলেন, শামীমকে নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করি। তিনি একজন সেলিব্রেটি শেফ। তাঁর কাজ আমার খুব ভালো লাগে। তিনি কাজের প্রতি সিরিয়াস। তার সাফল্য কামনা করি।

এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডে সেরা শেফের পুরস্কার পাওয়ার পর সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন ,আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহর তালার অশেষ মেহের বানিতে আমি এশিয়ান কারি এওয়ার্ড পাওয়ায় খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। আমার এওয়ার্ড প্রাপ্তি কাজের প্রতি আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি মনে করি। আমার এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পিছনে যার সবচেয়ে বেশী অবদান, তিনি সিরাজ ইসলাম রুফা মিয়া ভাই। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে আমি এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না। তাই সিরাজ ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ

উল্লেখ্য, একই মানুষের একাধিক অঙ্গনে খ্যাতিমান হওয়া, সুনাম কুড়ানো, আলাদা এক সৌভাগ্য। তেমনই এক সফল মানুষ শামিম । পুরো নাম এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

তিনি চ্যানেল এস-এর রিপোর্টার হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ও সম্মানিত। শামীম শুধু একজন দক্ষ শেফই নন। বাগানেও সাফল্য আছে তাঁর। বিলেতে যারা কমিউনিটি সাংবাদিকতা করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন তিনি। তাঁর জীবনের সাফল্যে সিড়ি হয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে শাজমীন ইসলাম চৌধুরী লাবিবা।

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর পূর্ব লন্ডনের মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সলিসিটার কাওসার হোসেন কুরেশির সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মুহিবুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য জাকারিয়া ইসলাম।

সভায় বিগত সেশনের বিভিন্ন প্রজেক্টের রিপোর্ট পেশ করেন ট্রাস্টের ট্রেজারার মু. আব্দুল আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা ইসহাক আল মাদানী, ট্রাস্টের উপদেষ্টা আব্দুল মুমিন জাহেদী ক্যারল, কাউন্সিলর হারুন মিয়া।সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ও বদরুজ্জামান বাবুল। সহ সভাপতি রাজু মোহাম্মদ শিবলী, আব্দুল মতিন ফারুক ও আকলাকুল আম্বিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, নজরুল ইসলাম বাবুল, আমিরুল মুমিন আলমগীর, আব্দুল আলীম মিলাদ, মোঃ জাকারিয়া, মুজিবুর রহমান (মেহেরপুর), আমিনুল ইসলাম মাহমুদ, সাহান বিন নিজাম, আবু সায়েম মঞ্জুর, শুহেল আহমেদ বদরুল, শুয়েব আহমেদ, হাবিবুর রহমান, খায়রুল আমিন, সাহজাহান আহমেদ, কাওসার আহমেদ, আবদুস সালাম, আলী আহমেদ, খাইরুল ইসলাম, জাবেদুর রহমান প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনের সাথে লন্ডনে মতবিনিময়

'বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে'

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক বলেছেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদমুক্ত জনগণ এখনো তাদের ভোটের অধিকার ফিরে পায়নি। তাই দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি অন্তরবর্তীকালীন সরকারকে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেয়ার আহবান জানান।

জাতীয়তাবাদী পরিবার যুক্তরাজ্য এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেনের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এ কথা বলেন।

গত ২৪ নভেম্বর রবিবার ইস্ট লন্ডনে রয়েল বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি আবেদ রাজা ও লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কানাডা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা সায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি ও লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জান খসরু, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শামসুর রহমান মাহতাব, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ জিলান, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা (সহ দফতর সম্পাদক) সেলিম আহমেদ, কেন্দ্রীয় জাসাস এর সাবেক সহ-সভাপতি এম এ সালাম, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুড়িয়া, সহসাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন, সহ প্রচার সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সাবেক সহ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, সহসভাপতি এমদাদ হোসেন খান, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফয়ছল আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার আহমদ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সহ সভাপতি শাহজাহান আলম, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক সহসভাপতি আতাউর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, কামরুজ্জামান চৌধুরী, লন্ডন মহানগর বিএনপির নেতা ব্যারিস্টার মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, নুরুল ইসলাম তোতা মিয়া, গিয়াস আহমেদ, জয় ইসলাম মনির, শেরওয়ান আলী, হালিমুল ইসলাম হালিম, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, মোঃ শাহরিয়ার বিন আরিফ, ইমরান খান, আবু কয়েছ ও সাঈদ রিপন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে বিএনপিতে মুক্তাদির আরিফুলের ‘ঠান্ডা লড়াই’

সিলেট ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: উভয়েই বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা। রাজনীতিতে আধিপত্যের পাল্লাও সমানে-সমান। প্রকাশ্যে বিভেদ না দেখালেও আড়ালে একে অপরকে ‘কাবু করায়’ ব্যস্ত থাকেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিশেষত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর স্থানীয় ক্ষমতার বলয় নিয়ন্ত্রণে নিতে উভয়েই এখন তৎপর। এ অবস্থায় তাঁদের মধ্যে চলছে ‘ঠান্ডা লড়াই’।

এ দুই নেতা হচ্ছেন খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ও আরিফুল হক চৌধুরী। প্রথমজন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নে সিলেট-১ (নগর ও সদর) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছেন। দ্বিতীয়জন দলের মনোনয়নে দুই দফায় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র হন। উভয়েরই দলে শক্তিশালী বলয় আছে। তাঁদের মধ্যে মুক্তাদির মহানগর বিএনপির ‘সম্মানিত সদস্য’ এবং আরিফুল জেলা বিএনপির সদস্য।

তৃণমূল বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, মুক্তাদিরের বাবা খন্দকার আবদুল মালিক ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য হন। পাশাপাশি সিলেটের বনেদি পরিবার হিসেবেও তাঁদের ব্যাপক নামডাক আছে। ভদ্র ও সজ্জন হিসেবে পরিচিত মুক্তাদির বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ‘সুনজরে’ আছেন বলেও স্থানীয়ভাবে আলোচনা আছে।

অন্যদিকে আরিফুল শহর ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য, বিএনপির সিলেট মহানগরের সভাপতি ও জেলার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অভিজ্ঞ এই রাজনীতিক প্রয়াত বিএনপি নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের আস্থাভাজন হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া নগরের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে আরিফুলের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা আছে। বিএনপির নেতারা জানিয়েছেন, স্থানীয়ভাবে দলে নানা গ্রুপ-উপগ্রুপ

আছে। প্রতিটি গ্রুপ-উপগ্রুপ আবার মুক্তাদির ও আরিফুল হক বলয়ে বিভক্ত। একই অবস্থা অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর। পাশাপাশি সিলেটে অবস্থানকারী বিএনপির যেসব কেন্দ্রীয় নেতা আছেন, তাঁরাও এ দুই নেতাকে ঘিরে বিভক্ত। ফলে স্থানীয় বিএনপিতে মুক্তাদির আর আরিফুলের অনুসারীদেরই এখন একচ্ছত্র দাপট।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় বিএনপির এক নেতা বলেন, একটা সময় সিলেট বিএনপিতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের। পরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিএনপির ‘নিখোঁজ’ নেতা এম ইলিয়াস আলী আলাদা বলয় তৈরি করেন। সাইফুর রহমানের মৃত্যু ও ইলিয়াস আলী ‘নিখোঁজ’ হওয়ার পর বিএনপিতে নতুন মেরুকরণ হয়। এখন মুক্তাদির ও আরিফুলে নেতা-কর্মীরা বিভক্ত।

স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, সাইফুর-ইলিয়াসের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় বিএনপির নেতৃত্ব অনেকটা মুক্তাদিরের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এখন বিএনপির ও এর সহযোগী সংগঠনের অন্তত ৭০ শতাংশ নেতা-কর্মী তাঁর অনুসারী।

স্থানীয়ভাবে কয়েক বছর ধরে দলে অসন্তোষের একটা বড় কারণ, বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কমিটিতে মুক্তাদিরের অনুসারীদের বেশি ঠাঁই পাওয়া। সর্বশেষ গত ৫ নভেম্বর ঘোষিত সিলেট মহানগর বিএনপির ১৭০ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া প্রায় ৮০ শতাংশই মুক্তাদিরের অনুসারী। এতে আরিফুল বলয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বিএনপির একটি পক্ষের দাবি, কমিটিতে ‘আওয়ামীঘেঁষা ব্যক্তি’, সাংগঠনিকভাবে নিষ্ক্রিয় অনেকে আছেন। এমনকি যাঁরা বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়ে রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁরাও নেই। যাঁরা ঠাঁই পেয়েছেন, তাঁরা সবাই মুক্তাদিরের অনুসারী।

কমিটিতে ঠাঁই না পাওয়া মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ূন আহমদ বলেন, ‘কমিটিতে ঠাঁই না পেলেও শহীদ জিয়ার বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে দলের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব। কিন্তু আওয়ামীঘেঁষা ব্যক্তি আর নিষ্ক্রিয়রা ঠাঁই পেলেও বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রাখা বিএনপির নেতাদের কমিটিতে ঠাঁই হয়নি, এটা দুঃখজনক।’

অন্যদিকে স্থানীয় বিএনপির আরেকটি পক্ষ জানিয়েছে, বিএনপি বড় দল। তাই ছোট কমিটিতে সবাইকে ঠাঁই দেওয়া কঠিন। যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরাই কমিটিতে এসেছেন। তবে ৫ আগস্টের পর ‘নেতিবাচক’ ভূমিকার কারণে কিছু নেতা কমিটিতে ঠাঁই পাননি। তাঁদের কেউ কেউ কমিটি নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বেশি দেখাচ্ছেন।

মূলত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে প্রার্থী হওয়া নিয়েই মুক্তাদির ও আরিফুলের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তাঁদের বলয়ের বাইরে থাকা বিএনপির এক নেতা। তিনি জানান, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আরিফুল ছিলেন তৎকালীন সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ঘনিষ্ঠজন। এ জন্য তাঁকে অনেকে তখন ‘ছায়ামন্ত্রী’ হিসেবে মান্য করতেন। সাইফুর রহমানের মৃত্যুর পর যখন মুক্তাদির রাজনীতির মাঠে সক্রিয় হন, সেটা আরিফুল সহজভাবে নেননি। কারণ, ভবিষ্যতে সিলেট-১ আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা ছিল। মুক্তাদির রাজনীতিতে আসায় আরিফুলের স্বপ্নে চিড় ধরেছে। মূলত এ কারণেই দুই নেতার বিরোধের সূত্রপাত। এখন ক্রমেই তা বাড়ছে।

যোগাযোগ করলে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমার কারও সঙ্গে কোনো

সিলেটে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, বিচার চেয়ে লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ

সিলেট ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: সিলেট নগরের শাহপরান এলাকায় প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বিলাল আহমদ মুন্সী (৩৫) নামের এক যুবদল কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৬ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আশ্বাস দিলে প্রায় ২০ মিনিট পর সড়ক ছেড়ে দেন অবরোধকারীরা।

নিহত বিলাল আহমদ নগরের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের খাদিম বহর আবাসিক এলাকার জহুরুল ইসলামের ছেলে। বিলায় পেশায় একজন রংমিস্ত্রি। ওয়ার্ড যুবদলের কর্মী হিসেবে পরিচিত তিনি। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিপক্ষের হামলায় বিলাল নিহত হন। বিলাল আহমদের স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর বড় সন্তান স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে, দ্বিতীয় সন্তানের বয়স ১০ মাস।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে দুই স্কুলছাত্রের ঝগড়া আর তর্কাতর্কির জেরে শাহপরান এলাকায় যুবদল-ছাত্রদলের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষের মধ্যে দুটি পক্ষ তৈরি হয়। এ নিয়ে উভয় পক্ষে মনোমালিন্য ও উত্তেজনা চলছিল। এরই জেরে গত ২৫ নভেম্বর সোমবার রাতে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। এ সময় যুবদল-ছাত্রদলের কিছু নেতা-কর্মী ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিলাল হোসেনকে উপর্যুপরি কুপিয়ে আহত করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর আহত অবস্থায় বিলালকে উদ্ধার করে এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বিলালের মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া দুইটার দিকে বিলালের লাশ শাহপরান মাজার গেট এলাকায় নিয়ে আসা হয়। তখনই লাশ নিয়ে একদল মানুষ সিলেট-তামাবিল আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ রা খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। এ সময় তাঁরা প্রতিবাদী মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, বিলাল হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ছয়জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের পাশাপাশি হত্যার পেছনের কারণও অনুসন্ধান করছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে সড়ক অবরোধকালে স্থানীয় বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অভিযোগ করেন, বিলালকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। বিক্ষুব্ধরা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

বড়লেখায় ছেলের হাতে বাবা খুন

সিলেট ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ছেলের কুড়ালে আঘাতে মামুন মিয়া (৬১) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গত নভেম্বর রোববার রাত ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়নের পূর্ব-হাতলিয়া (কলাজুরা) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর নিহতের ছেলে অভিযুক্ত নোমান হোসেন (৩০) পালিয়েছেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে।

থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা

গেছে, নিহত মামুন মিয়ার পাঁচ ছেলের মধ্যে নোমান আহমদ দ্বিতীয়। নোমানের সাথে সুজানগর ইউনিয়নের এক মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। কনেপক্ষ ৮ লাখ টাকা দেনমোহন দাবি করেন। পাত্র নোমানের বাবাসহ পরিবারের লোকজন ৪ লাখ টাকা দেনমোহর দিতে সম্মত হলে কনেপক্ষ তা নাকচ করে দেয়। ৮ লাখ টাকায়ও বিয়েতে কেন রাজি হননি-এনিয়ে বাবার সাথে নোমানের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সে কুড়াল দিয়ে বাবা মামুন মিয়ার মাথায় ও গলায় আঘাত করে। মুমূর্ষু অবস্থায় মামুনকে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই ঘাতক ছেলে নোমান আহমদ পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ বিরতিতে রাজি ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪ : লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। স্থানীয় সময় রোববার রাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এ সম্মতি দিয়েছেন তিনি। টাইমস অব ইসরাইল, আলজাজিরা।

জেরুজালেম, ওয়াশিংটন ও বৈরুতের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে একাধিক ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়নি। বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করতে হবে। তবে তেল আবিব যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের মূল নীতিগুলোকে অনুমোদন করেছে।

সোমবার ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম ইয়েনেট বলেছে, ইসরাইলের মনোভাব লেবাননকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ইসরাইলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে লেবানন সরকার ও দেশটির সশস্ত্রগোষ্ঠী হিজবুল্লাহও। গত সপ্তাহে হিজবুল্লাহর প্রধান নাইম কাশেম জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন প্রস্তাব তারা পর্যালোচনা করেছেন এবং সংসদের স্পিকার নাবিহ বেরির মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছেন। মার্কিন বিশেষ দূত আমোস হোচস্টেইন গত সপ্তাহ বৈরুত, জেরুজালেম ও লেবানন সফর করে সবপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি বলেছেন সম্ভাব্য

চুক্তিটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এটাই তাদের শেষ সুযোগ। সম্ভাব্য মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে যাবে ইসরাইল ও হিজবুল্লাহ। একে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির ভিত্তি হিসাবে দেখা হচ্ছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইসরাইল সংলগ্ন দক্ষিণ লেবানন বিশেষ করে লিতানি নদীর দক্ষিণে হিজবুল্লাহর কোনো অবস্থান থাকবে না। সেখানে সশস্ত্র গোষ্ঠী বলতে কেবল লেবাননের সেনাবাহিনী ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা অবস্থান করতে পারবে।

এদিকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই ইসরাইলি ভূখণ্ডে তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। প্রথমবারের মতো ইসরাইলের দক্ষিণে আশদোদ নৌ ঘাঁটিতে এক ঝাঁক ড্রোনসহ বিমান হামলার কথা জানিয়েছে গোষ্ঠীটি। এছাড়া তেল আবিবের এক সামরিক অবকাঠামোতে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যারেজ এবং ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা। পৃথক দুই বিবৃতিতে এসব হামলার কথা জানিয়েছে হিজবুল্লাহ।

সোমবার ইসরাইলি আর্মি রেডিও জানিয়েছে, লেবানন থেকে ৩৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইসরাইলের মেডিকেল সংস্থা জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর এসব হামলায় ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মধ্য বৈরুতে ইসরাইলি হামলায় ২৯ জন নিহতের ঘটনার একদিন পরই লেবানন থেকে এই হামলা চালানো হলো। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী এক ঘোষণায় জানিয়েছে যে, তারা লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দাহিয়েহ এলাকায় হিজবুল্লাহর ১২টি সামরিক সদরদপ্তরে হামলা চালিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হিজবুল্লারহ গোয়েন্দা সদর দপ্তর এবং এর মিসাইল ইউনিটসহ বেশ কিছু স্থানে হামলা চালানো হয়েছে।

এর আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় টায়ার এবং নাকোরার মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সেনাঘাঁটিতে ইসরাইলি হামলায় লেবাননের এক সেনা নিহত এবং আরও ১৮ জন আহত হয়েছেন। লেবাননের সামরিক বাহিনী এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ইসরাইল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘাত শুরুর পর থেকে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হামলায় লেবাননের ৪০ জনেরও বেশি সেনা নিহত হয়েছেন।

ট্রান্সজেন্ডার সেনাদের বাদ দেবেন ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪ : মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে সব ট্রান্সজেন্ডার সদস্যকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। তার সম্ভাব্য এক নির্বাহী আদেশ নিয়ে দেশটির ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার দ্য ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রান্সজেন্ডার সেনা সদস্যদের শারীরিকভাবে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে এমনই এক আদেশ দিয়েছিলেন, যেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের নতুন করে সেনাবাহিনীতে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। তবে চাকরিতে

থাকা ট্রান্সজেন্ডারদের সেনাবাহিনীতে বহাল রাখা হয়েছিল। তবে, এবার তিনি চাকরিতে থাকা সব ট্রান্সজেন্ডার সদস্যদেরও সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

আগামী ২০ জানুয়ারি, ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিনেই এই নির্বাহী আদেশে সই করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সেদিন থেকেই এই আদেশ কার্যকর হতে পারে। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়কে মূল সমাজে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এসেছেন। তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কথিত 'দুর্বলতা' এবং 'বামপন্থি মতাদর্শ' দূর করা।

তিনি আগেই বলেছিলেন যে, কোনো স্কুলে সমালোচনামূলক বর্ণবাদী তত্ত্ব, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু এবং অনুপযুক্ত যৌন বা রাজনৈতিক বিষয় পড়ানো হলে সেই স্কুলের অর্থায়ন বন্ধ করবেন। তবে কিছু সামরিক দাতব্য সংস্থা রোববার রাতে এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেছে।

এলজিবিটিকি সামরিক কর্মীদের পক্ষে প্রচারণা চালানো সংস্থা মডার্ন মিলিটারি অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাহী পরিচালক র‍্যাচেল ব্রানামান বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম দিন থেকেই যদি এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়, তবে এটি সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দেবে এবং আরও বড় নিয়োগ ও নিরাপত্তার সংকট তৈরি করবে। এছাড়া এটি প্রতিপক্ষের কাছে আমেরিকার দুর্বলতার ইঙ্গিত দেবে।'

এবার ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আদানির বিরুদ্ধে মামলা

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪ : গৌতম আদানির জন্যে যেন সমস্যার কোনো অন্ত নেই। এর আগে সেবি এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে 'ক্লিনচিট' মিলেছিল হিন্ডেনবার্গ বিতর্কের আবহে। তবে নতুন করে মার্কিন বিচার বিভাগের মামলায় নাম জড়িয়েছে খোদ গৌতম আদানির। এই আবহে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে নতুন

করে আদানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মামলার আবেদন করেছেন অ্যাডভোকেট বিশাল তিওয়ারি। এর আগে আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কের সময়ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তিনি। এদিকে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুস দেওয়ার মামলায় ইতিমধ্যেই গৌতম আদানি ও সাগর আদানিকে তলব নোটিশ পাঠিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন। আমদাবাদে শান্তিবন ফার্মে গৌতম আদানির বাড়িতে এবং বোড়াকেভে সাগর আদানির বাড়িতে এই তলব নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের ২৬ দশমিক ৫ কোটি ডলারের ঘুসের প্রস্তাব দেওয়া অভিযোগ উঠেছে আদানির বিরুদ্ধে। এই আবহে মার্কিন মুলুকে একটি মামলায় ভাতিজাসহ অভিযুক্ত হয়েছেন ধনকুবের গৌতম আদানি এবং তার ভাতিজাসহ বেশ কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর। রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা এবং কর্মকর্তাদের ঘুসের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ এনে আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে মার্কিন বিচার বিভাগ এবং মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। জানা গিয়েছে এ মামলায় গৌতম আদানির পাশাপাশি সাগর আদানি, আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেডের নির্বাহী এবং আজিউর পাওয়ার গ্লোবাল লিমিটেডের নির্বাহী সিরিল কাবানেসকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে আদানি গোষ্ঠী।

এ মামলা প্রসঙ্গে আদানির মুখপাত্র ইতিমধ্যেই বলেছেন, 'মার্কিন বিচার বিভাগ এবং মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদানি গ্রিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা ভিত্তিহীন এবং আমরা তা অস্বীকার করছি। এমনিতেও সেই বিবৃতিতেই মার্কিন বিচার বিভাগ বলেছে- এই চার্জগুলি শুধু অভিযোগ মাত্র এবং অভিযুক্তকে ততক্ষণ নির্দোষ বলে গণ্য করা হবে যতক্ষণ না এই সব

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাবাকে খুঁজে পেলেন মার্কিন নারী

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪ : দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাবাকে খুঁজে পেলেন ডিডি বোসওয়েল নামে এক মার্কিন নারী। প্রথমবারের মতো নিজের বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার একটি আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি।

দ্য নিউজউইক জানিয়েছে, বর্তমানে ৩২ বছর বয়সি বোসওয়েলের জীবনের মোড় ঘুরে যায় মাত্র ১৬ বছর বয়সে। সে সময় একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর তিনি জানতে পারেন, যাকে তিনি ছোটবেলা থেকে বাবা জেনে এসেছেন, তিনি আসলে তার আসল বাবা নন।

নিউজউইককে বোসওয়েল বলেন, 'আমার মা বলেছিলেন- তার স্বামী আমার বাবা নন। এটি শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু এরপর থেকে আমার শৈশবের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। আমি সব সময় তার কাছ থেকে অন্য ভাই-বোনদের চেয়ে আলাদা আচরণের শিকার হতাম।'

এর পর থেকেই নিজের আসল বাবাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করেন বোসওয়েল।

আমিরাতে ইসরাইলি নাগরিক খুনের ঘটনায় ৩জন গ্রেফতার

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪ : ইসরাইলি নাগরিক রাব্বি জিভি কোগানের হত্যার অভিযোগে সন্দেহভাজন তিনজনকে গ্রেফতার করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর নিশ্চিত করেছে। এর আগে রোববার (২৪ নভেম্বর) ওমান সীমান্তবর্তী আল আইন শহর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

এরইমধ্যে ইরান এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, যারা শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এটি ভয়ঙ্কর অপরাধ।

টাইমস অব ইসরাইল তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কোগানের লাশ দাফনের জন্য আরব আমিরাত থেকে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হবে। ইসরাইল ও মালদোভার এই নাগরিক আরব দেশগুলোতে ইহুদি সম্প্রদায়ের জীবন স্থাপন ও সম্প্রসারণে অন্যান্য ছাবাদ দূতদের সঙ্গে কাজ করতেন।

জানা গেছে, নিহত কোগানের নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক অর্থোডক্স ইহুদি ছাবাদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার দুবাইতে নিখোঁজ হন। যেখানে তিনি একটি কোশার মুদি দোকান চালাতেন।

আবুধাবি থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মাইল) দূরে ওমানের সীমান্তবর্তী আল আইনের আমিরাতি শহরে তার লাশ পাওয়া যায়।

ইয়ানেট নিউজ জানিয়েছে, কোগানের গাড়িটি আল আইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সূত্রের উদ্ধৃতি ছাড়াই, তারা দাবি করেছে গাড়িতে হামলার লক্ষণ ছিল। এতে দাবি করা হয়, ইরান দ্বারা নিয়োগ করা বেশ কিছু উজবেক নাগরিক কোগানকে আক্রমণ করেছে এবং পরে তুরস্কে পালিয়ে গেছে।

এ দিকে আরব আমিরাতের মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আটককৃত সন্দেহভাজনদের পরিচয় বা হত্যাকাণ্ডে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। তবে বলেছে, সামাজিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে এমন কোনও পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় ‘এসিস্টেড ডাইং বিল’ প্রসঙ্গ

নিজে নিজের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় কবিরা গুনাহ : শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

‘আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, জীবন-মৃত্যু আমার হাতে। আমি জীবনের মালিক । মৃত্যুর মালিকও আমি । মৃত্যু কখন দেবো, সেই সিদ্ধান্ত আমিই গ্রহণ করবো। আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে যদি কেউ নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয়, এটা হবে বড় কবিরা গুনাহ। তার জন্য রয়েছে কঠিন আজাব।

কথাগুলো বলেছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। ২২ নভেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় তিনি কথাগুলো বলেন। খুতবার বিষয়বস্তু ছিলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত ‘এসিস্টেড ডাইং’ বিল (দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ মানুষকে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মেরে ফেলা)।

বিলটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, সরকার কিছু বিল নিয়ে এসেছে পার্লামেন্টে পাস করানোর জন্য । যারা অনেকদিন থেকে খুব অসুস্থ অবস্থায় আছেন, বহু কষ্টে অশান্তিতে আছেন । তারা জীবনে এতো অশান্তি কষ্ট ভোগ না করে কীভাবে তাড়াতাড়ি

মরে যাবেন । মরে যাওয়ার জন্য তারা নিজেরা চাইবেন । চিকিৎসা বিভাগও তাদেরকে হেল্প করে তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে । এই বিল পাসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । ইতোমধ্যে প্রথমদফা ভোটে এগিয়ে আছে । এখন দ্বিতীয়দফা ভোটের অপেক্ষায় আছে । যদি বিলটি পাস হয়ে যায়, তাহলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ।

তিনি বলেন, বিলটি যদি পাস হয়ে যায় তাহলে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন এমন মানুষ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মারা যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাবেন । অনেক অসুস্থ রোগীর আত্মীয়-স্বজন তাকে এসিস্টেড ডাইং এর মাধ্যমে মেরে ফেলতে পারেন । ডিজএবল বাচ্চাদেরও মারা হতে পারে।

তিনি বলেন, কিছু কিছু দেশে এই আইন রয়েছে, যা ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু ১৮ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যকর করা হচ্ছে । কারণ অনেক শিশু দীর্ঘমেয়াদী রোগে যন্ত্রনাকাতর দিন কাটাচ্ছে । তার স্বজনরা মনে করেন এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাকে মেরে ফেলা ভালো। কম কষ্টে মারা যাবে । তাছাড়া চিকিৎসাধীন ব্যক্তিকে মেরে ফেললে সরকারের অনেক অর্থও বাঁচবে।

তিনি পার্লামেন্টে এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিতে এমপিদের কাছে চিঠি লিখতে কমিউনিটির মানুষের প্রতি আহবান জানান । চিঠিতে আপনার এমপিকে বলুন- আপনি বিলের পক্ষে হ্যা ভোট দেবেন না। এতো বড় একটি জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ভোটে নির্বাচিত এমপিরা যেন পার্লামেন্টে ভোট না দেন।

তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) একটি ঘটনা বললেন । পুর্বের জামানার এক লোক আহত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর আহত হওয়ার আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে নিজের হাতে ছুরি নিয়ে নিজেকে হত্যা করে ফেললো। তো আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে । আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষপ করবো ।

তিনি বলেন, আমরা জানি, জীবনে পরীক্ষা নিরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় । একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ভালোমন্দ পরীক্ষা করে থাকেন । উভয় পরীক্ষায় আমাদের পাস করতে হয়। দুঃখ মসিবত দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে থাকেন। শারিরীক অসুস্থতা হতে পারে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলে আসতে পারে। বড় ধরনের শোক নিজেকে এফেক্ট করতে পারে । আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক মৃত্যূ দেওয়ার আগে কোনো অবস্থায় আত্মহত্যা করা, নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়া, অনেক বড় কবিরা গুনাহ। এই কবিরা গুনাহের দিকে না গিয়ে যদি সবর করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা বড় পুরস্কার দেবেন। ঈমানের একটি বড় লক্ষন হলো আল্লাহ তায়ালার কদরের ফায়সালার ওপর সবর করা । কষ্ট হলেও সবরের সাথে সেটা মেনটেইন করা । উন্নতির জন্য, চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করা, কিন্তু এক পর্যায়ে যদি উন্নতি নাও হয়, অবনতির দিকে যায়, এরপরও, নিজে নিজের জীবনকে শেষ করার কোনো উদ্যোগ নেবো না । এটাই হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার তাকদীরের ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

অন্যের দোষ তালাশ করা হারাম কাজ

হেদায়াতুল্লাহ বিন হাবিব

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মাঝে ভালো-মন্দ কিছু স্বভাব ও চাহিদাও দান করেছেন। সেগুলোকে আমরা মানবিক গুণ বলি। তাই মানুষ হিসাবে আমাদের প্রায় সবারই ভালো গুণাবলির সঙ্গে মন্দ কিংবা গোপন কিছু বিষয়ও থাকে কমবেশি-যা আমরা কারও কাছে প্রকাশ করতে চাই না; লুকিয়ে রাখতে চাই। এক কথায় যাকে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা বলে থাকি। এসব বিষয় প্রকাশ পেলে কখনো লজ্জার শেষ থাকে না। মারাত্মক কিছু হলে অনেক সময় গুরুতর কোনো সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলে মানুষ। তাই মানুষের এসব দুর্বলতা ও গোপনীয়তা খুঁজে বের করা বা প্রকাশ করা গর্হিত কাজ।

ইসলাম মানুষের এসব প্রাইভেসিকে সম্মান করে, গুরুত্ব দেয়। কারও গোপন কোনো বিষয় খুঁজে বের করতে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘আর তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না’। (সূরা হুজুরাতু ১২)। স্বয়ং আল্লাহতায়ালা যে জিনিস নিষেধ করেছেন, তাকে ভয় করা এবং তা থেকে দূরে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে দীর্ঘ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবিজি (সা.) কিছু মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘সাবধান, তোমরা সন্দেহ থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই সন্দেহ সবচেয়ে বড় গুনাহ। তোমরা মানুষের দোষ তালাশ করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না। তোমরা বিবাদ, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। তোমরা কারও পেছনে লেগ না এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও!’ এ হাদিসের শেষে তিনি আরও বলেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ হারাম’। (মুসলিমু২৫৬৩)।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় মানুষের প্রাইভেসির সঙ্গে তার সম্মান জড়িত। কারও সম্মানে আঘাত করা বা কাউকে অপমানিত করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। স্পষ্ট হারাম এটা। তাই কারও কোনো গোপন বিষয় জেনে গেলেও তা অন্যের কাছে প্রকাশ করব না। নবিজি (সা.) বলেছেন, ‘যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করল, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন’। (সহিহ মুসলিম)।

হজরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.) বলতে শুনেছি, ‘যদি তুমি মুসলমানদের দোষ তালাশের পেছনে পড়, তাহলে তাদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে। অথবা ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হবে।’ (আবু দাউদ ৪৮৮৮)। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এ নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, একবার তার কাছে এক লোককে ধরে এনে বলা হলো, এ ব্যক্তির দাড়ি থেকে মদ ঝরে পড়ছে (অর্থাৎ, সে মদ খেয়েছে)। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি আমাদের সামনে কিছু প্রকাশ পায়, তা আমরা আমলে নেব। (আবু দাউদ-৪৮৯০)।

এখানে স্পষ্ট আলামত ছিল, যার সূত্র ধরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ওই ব্যক্তির মদপানের বিষয়টা প্রমাণ করতে পারতেন। কিন্তু শরিয়তের নিষেধাজ্ঞার কারণে অহেতুক তার পেছনে পড়েননি। এখানে আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ ও শিক্ষা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি ও মানুষের পেছনে পড়াসহ সব ধরনের নিন্দনীয় কাজ থেকে হেফাজত করুন! উত্তম ও পরিশীলিত জীবন গঠনের তাওফিক দিন!

হাদিসের কথা

অহঙ্কারের সাথে পোশাক মাটিতে ছেঁচড়ে চলা

ইবনে উমার রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অহঙ্কারের সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।’ আবু বকর (রাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! খেয়াল না করলে আমার পাজামা (লুঙ্গি) ঢিলে হয়ে নেমে যায়।’ রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, ‘তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা অহঙ্কারবশত করে থাকে।’

-বুখারি-৩৬৬৫, মুসলিম-২০৮৫, তিরমিজি-১৭৩০, নাসায়ি-৫৩২৭, আবু দাউদ, রিয়াদুস সালেহিন-৭৯৫

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৯	৫:৫৭	৭:৩৯	১১:৫৪	২:১০	৩:৫৯	৫:৩৫
শনিবার	৩০	৫:৫৮	৭:৪০	১১:৫৪	২:০৯	৩:৫৮	৫:৩৫
রবিবার	০১	৬:০০	৭:৪২	১১:৫৫	২:০৯	৩:৫৮	৫:৩৫
সোমবার	০২	৬:০১	৭:৪৩	১১:৫৫	২:০৮	৩:৫৭	৫:৩৪
মঙ্গলবার	০৩	৬:০২	৭:৪৪	১১:৫৬	২:০৮	৩:৫৭	৫:৩৪
বুধবার	০৪	৬:০৪	৭:৪৬	১১:৫৬	২:০৭	৩:৫৬	৫:৩৩
বৃহস্পতিবার	০৫	৬:০৫	৭:৪৭	১১:৫৬	২:০৭	৩:৫৬	৫:৩৩

খালেদা জিয়াকে বাড়িছাড়া : হাসিনা দেশ ছাড়া!

জালাল আহমদ

বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়লে সে গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়।' শেখ হাসিনা গত ১৬ বছরে অন্যকে ফাঁসানোর জন্য এরকম বহু গর্ত তৈরি করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই সব গর্তে নিজেই পড়েছেন।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, প্রত্যুষেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে। এই প্রবাদের আলোকেই ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের অসহিষ্ণু মনে হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল তারা বাকশালের দিকেই যাবে।

যেভাবে বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ির লিজ বাতিল করা হয় : আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দুর্বার গতিতে যাত্রার ৯৩তম দিবসে একটি ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি হলো, বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে ঢাকা সেনানিবাসে শহীদ মইনুল রোডে যে বাড়িটি দেয়া হয়েছিল লিজ ডকুমেন্ট সম্পাদন করে, সেই লিজ বাতিল হবে। সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ৮ এপ্রিলের বৈঠকে।

সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেছে, ক্যাবিনেট মিটিংয়ের নির্ধারিত আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ৮ এপ্রিল মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সরকারি জলমহাল বরাদ্দসংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া পর্যালোচনাই ছিল একমাত্র অ্যাজেন্ডা। বিবিধ আলোচনার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো: আবদুল আজিজ খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির বরাদ্দ বাতিলের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আরো জানা গেছে, বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির বরাদ্দ বাতিলের পক্ষে মত ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমার ঢাকায় কোনো বাড়ি না থাকায় গণভবন বরাদ্দ নিয়েছিলাম। আমার ছোট বোনকেও একটি বাড়ি বরাদ্দ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সরকার আমাদের নামে নেয়া বাড়ি দু'টির বরাদ্দ বাতিল করে দেয়। আমার নামের বাড়ির বরাদ্দ বাতিল হবে আর ওনার নামে নেয়া বাড়ির বরাদ্দ থাকবে- এক দেশে দুই নিয়ম চলতে পারে না।'

নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী এক দেশে দুই নিয়ম চলতে পারে না, চলতে দেয়া উচিত নয়। তার এই নৈতিক ও আইনগত অবস্থানের সাথে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলেই কি দুই নিয়মের কোনো বিষয় এখানে আছে? বেগম খালেদা জিয়াকে যখন বাড়িটি বরাদ্দ দেয়া হয়, তখন তিনি ক্ষমতাসীন ছিলেন না। তিনি দরখাস্ত করে বরাদ্দও চাননি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা যেভাবে নিজে সভাপতিত্ব করে মন্ত্রিসভার মিটিংয়ের মাধ্যমে নিজ নামে বাড়ি বরাদ্দ করিয়ে নিয়েছেন, সে রকম কোনো কাজও বেগম খালেদা জিয়া করেননি। তাহলে এক দেশে দুই নিয়ম হলো কী করে?

২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনার বরাদ্দপ্রাপ্ত বাড়ি বাতিল করেছিল, বেগম খালেদা জিয়ার সরকার তাদের বাড়ি বাতিল করেনি।

গণভবন কি শহীদ মইনুল রোডের বাড়িটির সাথে কোনোক্রমে তুলনীয় হতে পারে? গণভবন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বঙ্গভবন আরো অধিক মর্যাদাপূর্ণ। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিচয়বাহী এসব ভবন ও স্থাপনা বিনিময়যোগ্য নয়। নয় হস্তান্তরযোগ্য। আমেরিকার হোয়াইট হাউজ কি দোর্দণ্ড প্রতাপ কোন প্রেসিডেন্ট নিজের নামে লিখে নিতে পারতেন? ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাড়িটি কি কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজ নামে লিখে নিতে পারেন? মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদ? এই সামান্য বোধশক্তিও শেখ হাসিনা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শহীদ জিয়া সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হলে ওই বাড়িটি তার বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ পান। পরে তিনি চিফ অব স্টাফ হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি হয়েছেন; কিন্তু এই বাড়িটি ছেড়ে আরো উন্নতমানের কোনো বাড়ি বা বঙ্গভবনে বসবাসের কথা তিনি ভাবেননি। এটি ছিল তার বিনম্র মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

তিনি যখন শহীদ হলেন, তখন দেখা গেল তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মাথা গোঁজার মতো কোনো ঠাঁই নেই। নেই কোনো সহায়-সম্বল। রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও জিয়া তার নির্ধারিত বেতন ও পারিতোষিকের মধ্যেই কৃচ্ছ্রতার সাথে দিনযাপন করেছেন। তার ব্যক্তিগত সততা ছিল প্রশ্নাতীত।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জন জিয়া পরিবারকে জমি ও বাড়িঘর দেয়ার আশ্বাস দিলো। সেসব প্রস্তাবে বেগম খালেদা জিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু সেসব প্রস্তাব গ্রহণ করে বিষয়সম্পদের প্রতি মোহ প্রদর্শন করেননি।

পরে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে বেগম খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের ওই বাড়িটি দলিলমূলে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বরাদ্দ দেয় ওই সময়ের সরকার। একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা, যার স্বাধীনতার ঘোষণায় দিশেহারা জাতি পথচলার দিশা খুঁজে পায় তার পরিবারকে দেয়া কৃতজ্ঞ জাতির একটি বাড়ি প্রতিশোধের বশে কেড়ে নেয়ার চেয়ে হীনতা ও নীচুতা আর কী হতে পারে!

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ১৯৯৬-২০০১ পর্বে চেষ্টা করেছিল বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িটি কেড়ে নেয়ার। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কাজটি বেআইনি হবে 'মত' দেয়ার ফলে সে সময় আওয়ামী লীগ সরকার এই অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদদে বলীয়ান হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

আইনগতভাবে চূড়ান্ত নিষপত্তির আগে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ : আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল মন্ত্রিসভায় আইনগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাড়িটির ইজারা বাতিল করে। এরপর ২০ এপ্রিল খালেদা জিয়াকে ১৫ দিনের মধ্যে তার সেনানিবাসের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয় সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদফতর। ওই বছর ২৩ এপ্রিল সেনানিবাসের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাঁচ দিনের মধ্যে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সরকার, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদফতরকে উকিল নোটিশ পাঠান খালেদা জিয়া।

২৪ মে আরেক দফা নোটিশ দেয়া হয় খালেদা জিয়াকে। তিনি নোটিশটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করলে সেই বছর ২৭ মে বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ (বর্তমান প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল জারি করেছিলেন। একই সাথে নোটিশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরে এ রুলটি শুনানির জন্য বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের বেঞ্চে পাঠানো হয়। ওই বেঞ্চের প্রতি খালেদা জিয়া ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলে মামলাটি বিচারপতি মো: ইমান আলীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়।

পরের বছর ১৭ এপ্রিল ও ৫ মে এই বেঞ্চের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে খালেদা জিয়া আবেদন করলে তা খারিজ করে দেন আদালত। পরে প্রধান বিচারপতি রিট আবেদনটি শুনানির জন্য বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পাঠান।

বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা এবং বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর আবেদনটি খারিজ করে দেন। ঘোষিত রায়ে খালেদা জিয়াকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি ছাড়তে কমপক্ষে ৩০ দিন সময় দিতে বলা হয়।

কিন্তু হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিলের শুনানি শুরু হওয়ায় খালেদাকে এখন আর বাড়ি ছাড়তে হবে না বলে জানিয়েছিলেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী টিএইচ খান। শুনানি ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবি হওয়ায় অন্তত সেদিন পর্যন্ত তিনি বাড়িতে থাকতে পারার কথা। তখনো আপিল বিভাগের রায়ের পর রিভিউ বাকি ছিল।

কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, ১২ নভেম্বরের পর খালেদা জিয়াকে চাইলে সরকার উচ্ছেদ করতে পারবে। কারণ তার বাড়ি ছাড়ার নির্দেশের ওপর আপিল বিভাগ কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি। আর খালেদার আইনজীবীরা স্থগিতাদেশের কোনো আবেদনও করেননি। এরপরও খালেদা বাড়ি না ছাড়লে আদালত অবমাননা হবে। তার উচিত স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে দেয়া।

খালেদা জিয়াকে এক মাসের মধ্যে সেনানিবাসের বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ১৩ অক্টোবর। কিন্তু রিট আবেদন উচ্চ আদালতে চূড়ান্ত নিষপত্তির আগেই ২০১০ সালের ১৩ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হয়। ফজরের নামাজের আগে সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন বেগম জিয়ার সেনানিবাসের চারিদিকে অবস্থান নেয়। সকালে তাদের সাথে যোগ দেয় পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। পাশাপাশি ক্যান্টমেন্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর লোকজন অবস্থান নেয়। জাহাঙ্গীর গেটসহ ক্যান্টমেন্টে প্রবেশের সব রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সকাল ৮টার দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন বেগম জিয়ার বাসায় যারা কাজ করেন তারাসহ তার আত্মীয়স্বজনদের বের করে দেয়। বের করে দেয়া হয় বাবুর্চিদেরও। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ ও র‍্যাব খালেদা জিয়ার বাড়ির প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা বাড়ির ভেতর ও বাইর থেকে মাইকে বেগম জিয়াকে বের হয়ে আসতে বলে। তাদের এ আহ্বানে বেগম জিয়া তার আইনজীবীদের সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু উচ্ছেদকারীরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। বেগম জিয়া তাদের কথা মতো বের হতে না চাইলে পুলিশ তার রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা খালেদা জিয়ার বাড়ির কর্মরত লোকজনদের আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এরপর ইচ্ছের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার রুমে প্রবেশ করে তাকে টেনেহিঁচড়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাকে গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছে দেন।

সেদিন বাড়ি থেকে উচ্ছেদের খবর শুনে বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ছুটে গেলে প্রধান বিচারপতি বাড়ি ছাড়তে হবে না মর্মে আইনজীবীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব অ্যাডভোকেট খন্দকার দেলোয়ার হোসেন তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বাসা থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে পরদিন ১৪ নভেম্বর সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বেগম খালেদা জিয়া গুলশানে তার রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ডেকে বাড়ি থেকে কিভাবে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে কেঁদে ফেলেন। পরদিন ১৪ নভেম্বর দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার পৃষ্ঠাজুড়ে শিরোনাম 'জবরদস্তি বাড়িছাড়া খালেদা জিয়া'। বিশেষ করে পবিত্র ঈদুল আজহার মাত্র দুই-তিন দিন আগে শক্তি প্রয়োগ করে বাসা থেকে উচ্ছেদের কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের রোষানলে পড়ে।

যে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে বাড়িছাড়া করেছিলেন, মিথ্যা মামলা দিয়ে বারবার জেলে বন্দী করেছেন, তিনি এখনো দেশে আছেন। অপরদিকে শেখ হাসিনা আজ নিজেই দেশছাড়া!

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের

নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বার্তা কী

লিপটন কুমার দেব দাস

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) সম্প্রতি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় নেতানিয়াহু, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ও হামাসের শীর্ষ এক নেতার নাম রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আইসিসির এই পরোয়ানার পেছনের কারণ গাজা যুদ্ধ। হামাসের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল আক্রমণের পর ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক নতুন দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। আইসিসির এ পদক্ষেপ বিশ্বরাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরোয়ানা একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার শক্তি ও প্রভাবকে সামনে এনেছে, অন্যদিকে সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতাও। মামলাটির মাধ্যমে আইসিসি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি বার্তা দিয়েছে। সেই বার্তাটি হলো, রাষ্ট্রনেতা বা শক্তিশালী দেশগুলোকেও আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। বিশেষ করে যখন তা হয় মানবাধিকারের প্রশ্ন। এতে বিশ্বরাজনীতিতে নতুন করে তর্ক ও আলোচনা দেখা দিয়েছে।

এদিকে ইসরায়েল সরকার আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটি বলছে, এটি একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। আর নেতানিয়াহু বলে চলেছেন একই কথা, 'আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করার অধিকার রাখি।' যথারীতি এখানেও তাঁর পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিও আইসিসির এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন ইস্যুতে কখনোই আইসিসির বিচার ব্যবস্থা সমর্থন করেনি। বরং ইসরায়েলকে ট্রিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়ে অস্ত্রসরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। বিশ্বজুড়ে এনিয়ে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিলেও এখনও বাইডেন প্রশাসনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি।

আইসিসির এ পদক্ষেপ যেমন সাধুবাদ পাচ্ছে, পাশাপাশি একটি বড় প্রশ্ন উঠছে: কী কারণে এই আদালত এতদিন ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি? গাজার পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাতপূর্ণ, তাহলে কেন এত দেরি? আইসিসির প্রসিকিউটর করিম খান বলেছেন, গাজা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া একপ্রকার বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, এমন ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মানবাধিকার লঙ্ঘন বা যুদ্ধাপরাধের বিচার করা অপরিহার্য।

অন্যদিকে এ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার এক নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর নেতাদেরও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করা হবে, এই বার্তা স্পষ্ট করা গেলে আসতে পারে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন। ইসরায়েল ও হামাসের নেতাদের বিরুদ্ধে আইসিসির অভিযোগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একটি নতুন ন্যায়ের ধারণা গড়ে উঠতে পারে। যেখানে 'ক্ষমতা' আর 'ক্ষমতার প্রয়োগ' একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে না, বরং শক্তির অপব্যবহারকে আইনি কাঠামোয় আনা হবে। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আইসিসির ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা একদিকে যেমন এই আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তেমনি আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। বিশেষ করে যখন অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ ও মানবাধিকার সংগঠন আইসিসির এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানাচ্ছে।

তবে এই একটি পরোয়ানা দিন শেষে বৈশ্বিক রাজনীতির কূটখেলায় খুব বড় প্রভাব ফেলতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে দেশি-বিদেশি সংস্থা ও নেতারা একটি শিক্ষা নিতে পারেন। সেটি হলো, যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, সেখানেই আন্তর্জাতিক সমাজের উচিত দ্রুত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া। ইসরায়েল ও হামাসের বিরুদ্ধে আইসিসির পদক্ষেপ একদিকে যেমন এই ধারণাকে শক্তিশালী করছে, তেমনি এটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা দিতে পেরেছে। এখন এই বার্তা কোন শক্তি কীভাবে নেয়, সেটিই দেখার বিষয়।

লিপটন কুমার দেব দাস: সাংবাদিক, যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে ঢুকলেই গ্রেপ্তার

বলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতকে সমর্থন করি এবং তাদের পরোয়ানা প্রয়োগ করি।'
তবে পৃথিবীর আরেক শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি করা পরোয়ানার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এটিকে 'জঘন্য' হিসেবে অভিহিত করেন।
আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিখায়েল মার্টিন গত ২২ নভেম্বর শুক্রবার বলেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন।

নেপথ্যে কারা

পরিস্থিতি সামাল দিতে চলতি মাসের শুরুর দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মো. খোদা বকস চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) নিয়োগ দেয়া হয়। এর কিছুদিন পর নতুন করে আইজিপি এবং ডিএমপি কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়। এত কিছুর পরেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি দেখা যায়নি।
বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ) নাসির-উদ-দৌলা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা-সচিবের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে আরেক যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা বলেন, তারা প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে কথা বলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিনিয়র সচিব গণমাধ্যমে কেন কথা বলছেন না- এটা একান্ত তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ নেই। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, বিগত আইজিপি এবং ডিএমপি কমিশনার দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছেন। এ সময় সদর দপ্তরে নানান বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নতুন করে আইজিপি এবং ডিএমপি কমিশনার নিয়োগ দেয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিশৃঙ্খলার নেপথ্যে কারা?
আন্দোলন, পালটা আন্দোলন। দফায় দফায় নতুন কর্মসূচি নিয়ে হাজির বিভিন্ন গোষ্ঠী। দাবি আদায়ে দখলে রাখছে রাজপথ। বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে যান চলাচল। ভাঙচুর করা হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সম্পদের। ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ। বিশৃঙ্খলা চারদিকে। রাজধানীসহ সারা দেশে ক্ষুদ্র ইস্যুতে বড় বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে- বিশৃঙ্খলার নেপথ্যে কারা। কারা নাড়ছেন কলকাঠি, উস্কে দিচ্ছে আন্দোলনকারীদের।
সরকারের উপদেষ্টা ও ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এসব ঘটনার পেছনে অন্য কেউ ইন্ধন দিচ্ছে বলে মনে করছে। এ ছাড়াও পতিত শেখ হাসিনা সরকারের কেউ কেউ এসব আন্দোলনে রসদ যোগাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আছে দেশ-বিদেশি ষড়যন্ত্র। একের পর এক বিশৃঙ্খল ঘটনার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানাভাবে আন্দোলনকারীদের উস্কানি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।
এ ছাড়াও ভারতীয় মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উস্কে দেয়া হচ্ছে। অপপ্রচার চালানো হচ্ছে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজ থেকেও। কোনো কোনো কর্মসূচিতে পতিত শেখ হাসিনা সরকারের অনুসারীদের সরাসরি ইন্ধনের অভিযোগও রয়েছে। এ ছাড়াও বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারকে হটাতে রাজপথে থাকা মিত্রদের কেউ কেউও সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চায় বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের অতি বিপ্লবী কর্মসূচি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। এমনকি সরকারে জায়গা না পাওয়া অনেকেও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে দাবি করছেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম দাবি করেছেন পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, বড় কোনো পরিকল্পনা না থাকলে একদিনে এতগুলো ঘটনা কাকতালীয় না। আমরা মনে করছি, এখানে নানা পক্ষের পরিকল্পনা আছে। সরকার সফলভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম করুক, এটা হয়তো অনেকেই চাচ্ছে না। আমাদের যে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।
এমন পরিস্থিতিতে গতকাল এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, অনেক মিত্রই আজ হঠকারীর ভূমিকায়। আমরা আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করি। আমরা শিখছি এবং ব্যর্থতা কাটানোর চেষ্টাও করছি। তিনি বলেন, বাম ও ডান মানসিকতার কতিপয় নেতৃত্ব বা ব্যক্তি অভ্যুত্থানে এবং পরবর্তী সময়ে সরকারে নিজেদের শরিকানা নিশ্চিত না করতে পেরে উন্মত্ত হয়ে গেছেন। তাদের উন্মত্ততা, বিপ্লবী জোশ ও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড দেশটাকে অস্থির করে রেখেছে।
অন্যদিকে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সারজিস আলম এক স্ট্যাটাসে বলেন, সবার আগে দেশ, দেশের মানুষ, জনগণের সম্পদ। যদি কেউ বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, সে যে পরিচয়েরই হোক না কেন তবে দেশের স্বার্থে তাদের প্রতিহত করে জনমানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান কাজ।

চট্টগ্রামে যেভাবে আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যা
বাংলাদেশ সনাতনী জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইসকনের ধর্মীয় নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম আদালত এলাকায় ব্যাপক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। হামলা ও সংঘর্ষের সময় আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করেছে চিন্ময় সমর্থকরা। এ ছাড়া আদালত এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুরও চালিয়েছে তারা। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে আদালত ভবনের প্রবেশমুখে রঙ্গম কনভেনশন হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় চুনতি ইউনিয়নের জামাল হোসেনের পুত্র। তিনি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহকারী প্রসিকিউটর ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে ৩০ জন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পর অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভরত সনাতনীরা আদালত চত্বরে প্রায় তিন ঘণ্টা পুলিশের প্রিজন ভ্যান আটকে রাখেন। এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। এরপর চিন্ময় সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে রঙ্গম কনভেনশন হলের সামনে অবস্থান নেন। এর মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় ও আইনজীবীদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে হত্যা করে।
ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
চট্টগ্রামে আদালত চত্বরে আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক বিবৃতিতে তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে তিনি দেশবাসীকে শান্ত থাকার এবং কোনো ধরনে অপ্রত্যাশিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বন্দর নগরী ও আশপাশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেকোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত ও সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও বিবৃতিতে বলা হয়।

লেবারের জনপ্রিয়তা চার

যুক্তরাজ্যে নতুন করে নির্বাচনের পিটিশনে লেখা হয়েছে, 'আমি আরেকটি সাধারণ নির্বাচন চাই। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান লেবার সরকার তাদের নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে গেছে।'
সর্বশেষ আপডেটে দেখা যায়, পিটিশনে ১৭ লাখ ৭১ হাজার ৪২৩ জন সই করেছেন এবং সইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই পিটিশনে ১৭ লাখেরও বেশি সমর্থনের বিষয়টি নিয়ে এক পোস্টে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এক্সের সিইও ইলন মাস্ক। মাস্ক লেখেন, ব্রিটেনে পুনরায় নির্বাচনের পিটিশনে ৬ ঘণ্টায় ২ লাখ সই। লেবার পার্টিকে অপদস্থ করে ছাড়ল ব্রিটিশ জনগণ!
যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে সস্তা পাব ওয়াগন অ্যান্ড হর্সেস-এর মালিক মাইকেল ওয়েস্টউড এই পিটিশনটি শুরু করেছিলেন। ওয়েস্টউড বলেন, তিনি কখনো কল্পনাও করেননি যে মাস্ক তাঁর পিটিশনটি শেয়ার করবেন।
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুই হচ্ছে না অভিযোগ করে ওয়েস্টউড বলেন, 'ব্রিটেনের মানুষ এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁরা দেখেছে যে আমেরিকায় কী ঘটেছে এবং আমি মনে করি এটি প্রভাব ফেলেছে। যদি মানুষ একত্রিত হয়ে ভোট দেয়, তবে আমরা পরিবর্তন আনতে পারব।'
আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা ও জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান আইপিএসওএসের একটি জরিপে দেখা যায়, চলতি বছরের শুরুতে সাধারণ নির্বাচনের পর লেবার সরকারের ভাগ্য দ্রুত খারাপ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের জনপ্রিয়তা তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।
যুক্তরাজ্যের প্রায় অর্ধেক (৪৯ শতাংশ) বাসিন্দা লেবার পার্টিকে 'অশুভ' বলে মনে করে। প্রতি পাঁচজন ব্রিটিশ নাগরিকের মধ্যে দুইজন মনে করেন যে, লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা আরও খারাপ অবস্থায় রয়েছে।
আর ৫৬ শতাংশ বিশ্বাস করে, ব্রিটেন ভুল পথে এগোচ্ছে। আর ১৯ শতাংশ মনে করে দেশ সঠিক পথে চলছে। এই চিত্র ব্রিটেনের জনগণের হতাশা ও নৈরাশ্যের চিত্র দেখাচ্ছে।

১৪ মাস পর ইসরাইল- হিজবুল্লাহ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, লেবানন-ইসরাইল সীমান্তে যুদ্ধ শেষ হবে– শেষ হবে। এটি শত্রুতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য চুক্তিটি করা হয়েছে।
বাইডেন আরো বলেন, উভয় পক্ষের বেসামরিক লোকেরা শীঘ্রই নিরাপদে তাদের সম্প্রদায়ে ফিরে যেতে সক্ষম হবে এবং তাদের বাড়ি, তাদের স্কুল, তাদের খামার, তাদের ব্যবসা এবং তাদের জীবন পুনর্নির্মাণ শুরু করবে।
হিজবুল্লাহ যুদ্ধবিরতির বিষয়ে কোনো সরাসরি আলোচনায় অংশ নেয়নি। লেবাননের সংসদীয় স্পিকার নাবিহ বেরির হিজবুল্লাহর পক্ষে মধ্যস্থতা করছেন। যুদ্ধবিরতি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করেননি হিজবুল্লাহ। এর আগে গত মঙ্গলবার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যুদ্ধবিরতে সম্মত হয় ইসরাইল।
মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন নেতানিয়াহু। এ সময় চুক্তির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, উত্তর ইসরাইলের বাসিন্দারা তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাবেন।
লেবাননে হামলার প্রতি ইঙ্গিত করে নেতানিয়াহু বলেন, হিজবুল্লাহকে ইসরাইলি বাহিনী পিছু হটিয়ে দিয়েছে। তারা কয়েক দশক আগের অবস্থায় চলে গেছে।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'হিজবুল্লাহ যদি চুক্তি লঙ ঘন করে, আমরা তাদের ওপর হামলা চালাব।'
হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার পরপরই, হিজবুল্লাহর একই ধরনের হামলা ভয়ে লেবানন সীমান্তের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে প্রায় ৬০ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়েছে ইসরাইল। সে সব বাস্তচ্যুত বাসিন্দাদের এখনো ঘরে ফেরাতে পারেনি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকার।
এখন ইসরাইলের বাস্তচ্যুত বাসিন্দাদের ঘরে ফেরানোর প্রক্রিয়ার শুরু হলেও, লেবাননের ব্যাপারে হঠকারি চিন্তা ইসরাইলের।

ইসকন কী কাজ করে?

সদস্যদের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ। প্রতারণা, জমি দখল, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন সময়ে অভিযুক্ত হয়েছেন ইসকন সদস্যরা। এমনকি সনাতন হিন্দুদের জমি দখলে নিচ্ছে ইসকন-উঠেছে এমন অভিযোগও। ফলে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মালম্বীদের অনেকের সাথেই ইসকনের সরাসরি বিবাদে জড়ানোর ঘটনাও ঘটেছে।
সময়ের ব্যবধানে ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বের বহু দেশে সম্প্রসারণ ঘটেছে সংগঠনটির। তবে কিছু দেশে সংগঠনটি নিষিদ্ধ। আর সেসব দেশের তালিকা করলে শুরুতেই আসবে মালয়েশিয়ার নাম। দেশটিতে ইসকনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ধর্মান্তর করণের অভিযোগ আছে। ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছে চীনেও। শিয়াশাসিত ইরানেও ইসকনের ক্রিয়াকলাপের অনুমতি নেই। এ ছাড়া সৌদি আরব ও আফগানিস্তানে ইসকনের কর্মকাণ্ডের অনুমতি নেই।
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করলেও ইসকনের কার্যক্রম আংশিক নিষিদ্ধ করেছে ইন্দোনেশিয়া। এ ছাড়াও তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানে ইসকনের কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারি জারি রয়েছে।
ঢাকার স্বামীবাগ মন্দির বর্তমানে ইসকনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে, দুই বছর পূর্বে স্বামীবাগের মসজিদে তারাবীর নামাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো ইসকন। নামাজের সময় ইসকনের গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে এনে তারাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছে ইসকন সদস্যদের নাম। ফলে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশেও ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছেন অনেকে।

আইসিসি'র প্রধান কৌঁসুলি করিম খান ঢাকায়

ঢাকা, ২৬ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম আসাদ আহমেদ খান কেসি (করিম খান) এখন ঢাকায়। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বৃটিশ ওই আইনজ্ঞ তিন দিনের সফরে সোমবার থেকে বাংলাদেশে রয়েছেন। সফরের প্রথম দিনেই তিনি সরাসরি কক্সবাজার যান। আজ (মঙ্গলবার) তিনি রোহিঙ্গাদের দেখভালে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, আইএনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন মহলে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় করবেন। বুধবার ঢাকায় ফিরে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা ও অগ্রাধিকার বিষয়ক হাই-রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আইসিসি'র প্রধান কৌঁসুলি হিসেবে করিম খানের বাংলাদেশে এটা তৃতীয় সফর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোম ও মঙ্গলবার কক্সবাজার অবস্থানের সময় তিনি রোহিঙ্গাদের সঙ্গেও কথা বলবেন। বিশেষ করে রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়ে আইসিসি'র তদন্তের বিষয়ে খোঁজ নেবেন তিনি। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে শরণার্থী ত্রাণ এবং প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. মিজানুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সেগুনবাগিচা।

২০১৭ সালের আগস্টের পর থেকে রাখাইন থেকে মিয়ানমার সেনারা রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে কিনা সেটার জবাবদিহি নিশ্চিতে যুক্ত হয়েছে আইসিসি। এই তদন্তের জন্য সাক্ষী সুরক্ষা বিষয়ক প্রটোকল সইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। করিম খানের এবারের সফরে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ যে প্রটোকলটি সইয়ে প্রস্তুত সেটি তাকে নিশ্চিত করা হবে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ২০২৪ সালের মে মাসে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট, হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার, মোহাম্মদ দেইফ ও ইসমাইল হানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদনে তার ভূমিকা ছিল।

কে এই মোস্তফা?

সকাল ১০টায় রাজধানীর শাহবাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হবে, যেখানে ঋণসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর বিনিময়ে প্রত্যেককে এক হাজার করে টাকা দেয়া হয়। এ ছাড়াও আসা যাওয়া ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কর্মসূচিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে একটি ফরম পূরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে বিনাসুদে এক লাখ করে ঋণ দেয়া হবে বলে জানানো হয়।

এই কর্মসূচির ডাক দেয়া মোস্তফা আমিন ফরওয়ার্ড পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলেরও আহ্বায়ক। মোস্তফা আমিন বেশ কিছুদিন ধরেই ঢাকায় বড় ধরনের একটি জমায়েতের চেষ্টা করে আসছিলেন। শাহবাগে সমাবেশ করতে পুলিশের অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তারপরও গোপনে তিনি সমাবেশ করার চেষ্টা চালান। এর অংশ হিসেবে প্রেস ক্লাবসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য ও গোপনে বেশ কয়েকটি সভা করেছেন তার অনুসারীরা। সর্বশেষ কর্মসূচিও সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। সমাবেশ সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যানার, ফেস্টুন ও লিফলেটের ব্যবস্থাও করেন তিনি। সমাবেশে আসা ব্যক্তিদের হাতে থাকা ছোট লিফলেটে লেখা ছিল 'লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধার করবো, বিনা সুদে পুঁজি নেবো'। মোস্তফা আমিনের এ কর্মকাণ্ডের পেছনে সক্রিয় ছিলেন সদস্য সচিব মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী। ১৫ই নভেম্বর মোস্তফা আমিন ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে লেখেন, 'স্মরণকালের সর্ববৃহৎ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ২৫শে নভেম্বর ২০২৪ শাহবাগ মোড়ে, সকাল ১০টায়। ইতিহাসে নাম লিখান।'

ওদিকে মোস্তফা আমিনকে গ্রেপ্তারের পর তার কর্মসূচির লক্ষ্য নিয়ে তথ্য জানার প্রাথমিক চেষ্টা করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তার কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে রিমান্ডের আবেদন করা হতে পারে।

১৮ জন কারাগারে

ওদিকে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগে অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ও অন্যতম আহ্বায়ক মাহবুবুল আলম চৌধুরীসহ ১৮ জনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এ ছাড়া মামলার প্রধান আসামি ও সংগঠনটির আহ্বায়ক এ বি এম মোস্তফা হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন আছেন। এই মামলায় ১৯ জনকে এজাহারনামীয় এবং ১০০০ থেকে ১২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। কারাগারে যাওয়া অন্য আসামিরা হলেন- অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সমর্থক সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ (৪৭), মো. মেহেদী হাসান (৩৪), অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের নেত্রকোনার আহ্বায়ক মো. রাহাত ইমাম নোমান (৩৩), মো. মাসুদ (৩৭), ইব্রাহিম (২৯), মো. আলেক ফরাজী (৪৪), মো. সাইফুল ইসলাম (৪৮), মো. আবু বক্কর (৪৯), মো. রিংকু (২১), মো. নিজাম উদ্দিন (৩২), সৈয়দ হারুন অর রশিদ (৬০), মো. আফজাল মণ্ডল (৪২), আব্দুর রহিম (৩০), নুরনবী (৪৫), মো. শহিদ (২৮) ও মোছা. কহিনুর আক্তার (৫০)।

এদিন তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এ সময় মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে সোমবার সকালে রাজধানীর শাহবাগে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশের চেষ্টা করে অহিংস গণঅভ্যুত্থান নামের একটি সংগঠন। সংগঠনটি সারা দেশের খেটে খাওয়া গরিব মানুষকে টার্গেট করে। তাদের বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত এনে সেগুলো বিনাসুদে ঋণ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসে। এর বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ জনপ্রতি এক হাজার করে টাকা হাতিয়ে নেয় সংগঠনটি। এই ঘটনায় সোমবার রাতে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন শাহবাগ থানার এসআই হারুন অর রশিদ। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১২০বি/১৪৩/১৪৭/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৫৩/৪২৭/১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের ব্যানারে আসামিরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটনার জন্য সাধারণ জনসাধারণকে বিনাসুদে ঋণ দেয়ার কথা বলে শাহবাগ মোড়ে জমায়েত হয়। আসামিরা শাহবাগ মোড়ে থাকা ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের রোড ডিভাইডার ভেঙে অনুমানিক বিশ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করে। এরপর পুলিশ ফোর্স গেলে আসামিদের অনেকেই পালিয়ে যায়।

যেভাবে লাখ টাকা ঋণের প্রলোভন

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের অন্তত ১০ হাজার নারী-পুরুষ এভাবে শাহবাগের সমাবেশে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নেয়। রোববার রাতে তাদের অনেকেই 'অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ' এর রিজার্ভ করা বাসে যাত্রী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে ঢাকায় যাওয়ার বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সন্দেহ সৃষ্টি করলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা সক্রিয় হন। তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সেনাবাহিনীকে বিষয়টি জানালে জেলার বিভিন্নস্থানে অন্তত ১০টি যাত্রীবাহী বাস আটক করে যাত্রীদের ফেরৎ পাঠানো হয়। বিষয়টি নিয়ে রাতভর পুরো জেলায় তোলপাড় চলে।

ফেরৎ যাত্রীদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে সমাবেশের প্রচারণা চালানো হয়। এজন্যে এলাকাভিত্তিক কমিটিও গঠন করা হয়। এলাকায় এলাকায় লিফলেট বিতরণ করা হয়। লিফলেটে উল্লেখ করা হয়, কৃষক, শ্রমিক, হকার, বেকার তথা সকল জনগণ থেকে ভ্যাট, ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা লক্ষ কোটি টাকা ক্ষমতাশ্রিত একটি হায়েনার দল স্বাধীনতার পর থেকেই লুটপাট করছে। লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধার করবো, বিনা সুদে পুঁজি নেবো।

তাড়াইল উপজেলার দিগদাইড় ইউনিয়নের ভাদেরা গ্রামের ফিরোজা আক্তার বলেন, ঢাকায় গেলে আমাদের এক লাখ টাকা করে সুদছাড়া ঋণ দিবে বলেছে। ঢাকায় যাওয়ার বাসভাড়ার জন্য আমরা জনপ্রতি ৫০০ টাকাও পেয়েছি। কিন্তু বাস যেতে না দেয়ায় আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি। একইরকম কথা বলেন গ্রামটির অন্তত শতাধিক নারী-পুরুষ। তারা জানান, তারা কোন দাবি দাওয়ার বিষয়ে আন্দোলনের কথা জানেন না। ঢাকায় গেলে তারা কৃষিকাজসহ নানা কাজের জন্য মাথাপিছু এক লাখ টাকা করে বিনাসুদে ঋণ পাবেন, এই আশ্বাস পেয়েছিলেন। এ কারণেই তারা ঢাকা যেতে চেয়েছিলেন। ইটনা উপজেলার চৌগাংগা ইউনিয়নের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন নূর মিয়া, সুমন মিয়া, জাফর, শহীদুল্লাহ, পাখি আক্তার ও হেনা আক্তার। তাদের বাসটি আটক করার পর পরই তারা গাঢাকা দেন।

যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর বৈধতা

মানুষ ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মারা যেতে পারবেন- ইসলাম ধর্মে যা আত্মহত্যার শামিল। তাই মুসলিম নন-মুসলিম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এই বিলটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আগামী ২৯ নভেম্বর বিলটি পার্লামেন্টে সেকেন্ড রিডিংয়ের জন্য উত্থাপন করা হবে। এই বিলের বিপক্ষে অবস্থান নিতে এমপিদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের সর্বস্তরের ব্রিটিশ-বাংলাদেশীদেরকে নিজ নিজ এলাকার এমপির কাছে চিঠি লিখে বিলের বিপক্ষে ভোট দিতে আহবান জানাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত ১৫ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে থার্টিন রিভার ট্রাস্ট ও মুসলিম বুরিয়াল ফান্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহবান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইডেন কেয়ারের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাদিরা হুদা, থার্টিন রিভার্স ট্রাস্টের পক্ষে আবু মুমিন, মুসলিম বুরিয়াল ফান্ড ম্যানেজার ইউসুফ খান ও এমবিএফ অ্যাম্বাসেডর আমিনুর চৌধুরী।

প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে, যাদের ছয় মাস বা তার কম সময় বেঁচে থাকার সম্ভাবনাসহ দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা নির্ণয় করা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মারা যেতে পারবেন। এই আইন যুক্তরাজ্যে সংখ্যালঘু, নিম্ন আয়ের মানুষ, প্রতিবন্ধী এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করবে। একজন প্রতিবন্ধী কিংবা মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার পরিবার বোঝা মনে করতে পারে। সুতরাং, পরিবারই হয়তো তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবে।

জনাব আবু মুমিন বলেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী খুবই অবহেলিত। অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানরা মা বাবাকে দেখাশোনা করতে চায়না । তাই একজন মা কিংবা বাবা যখন দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগবেন এবং পরিবারের সদস্যরা তাঁর পাশে থাকবেনা, তখন তিনি ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করতে রাজি হতে পারেন।

তিনি বলেন, এই আইন বর্তমানে কানাডা এবং নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেখে চালু আছে। কানাডায় অভিবাসী, মুসলিম, সংখ্যালঘু কমিউনিটির মানুষই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইনের সুবিধা নিচ্ছে । কারণ এই শ্রেনীর মানুষ বিভিন্ন কারণে স্বাস্থ্য বৈষম্যের শিকার। নেদারল্যান্ডসের আইনটি এখন আরো সম্প্রসারন হচ্ছে । আগে সেখানে শুধু দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্তদের ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মৃত্যুবরণে আগ্রহী করা হতো, এখন অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও একই আইন প্রয়োগ হচ্ছে। যেমন যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তারা এবং ১২ বছর বয়সীরাও স্বইচ্ছে মারা যেতে পারবেন।

আবু মুমিন আরো বলেন, খুবই ভয়াবহ একটা বিষয় হচ্ছে যে, চিকিতসকরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অকেজো করে দিতে ওষুধ খেতে দিবে । তাই ওষুধ সেবনের পর মারা যেতে অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া, ওষুধ সেবনের পর অনেকে মারা নাও যেতে পারে । সুতরাং তাদেরকে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি তীব্র যন্ত্রনার মধ্যদিয়ে দিন কাটাতে হবে। তাই আমরা ইসলাম বিরোধী, মানবতাবিরোধী এই বিল সংসদে পাস না করতে এমিপদের প্রতি আহবান জানাই। আমরা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সর্বস্তুরের বৃটিশ-বাংলাদেশীদেরকে তাঁদের স্থানীয় এমপির বরাবরে চিঠি লিখতে আহবান জানাচ্ছি, যাতে এমপি বিলের পক্ষে ভোট প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন।

যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে মানসিক

উৎপাদনশীলতায় তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে "কমিশন ফর হেলদিয়ার ওয়ার্কিং লাইভস" এর জন্য, যা ব্রিটেনের হেলথ ফাউন্ডেশন থিংক ট্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান আইনের আওতায় কাজের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের কর্মীরা বেশি চাপের মুখোমুখি। তিন-পঞ্চমাংশ কর্মী কঠোর সময়সীমায় কাজ করেন এবং দুই-পঞ্চমাংশ দ্রুতগতিতে কাজ করতে বাধ্য হন। তবে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কর্মী তাদের কাজের গতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা পান।

প্রতিবেদনের এক লেখক ও ইনস্টিটিউট ফর এমপ্লয়মেন্ট স্টাডিজের প্রধান গবেষণা ফেলো জনি গিফোর্ড বলেন, "বর্তমানে যেসব সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কাজের তীব্র চাপ এবং কাজের স্বাধীনতার অভাব।"

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নির্মাণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, খুচরা এবং সেবাখাতে কাজের পরিবেশ সবচেয়ে খারাপ। নার্স এবং শিক্ষকদের অনেক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। এছাড়া প্রতিবেদনটি আরও জানিয়েছে, গত ২৫ বছরে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নতুন শ্রম আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি সতর্ক করে বলেছে, কঠোর নিয়ম-নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর বৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধির ফলে কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে এবং অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে।

২০২১ সালের ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় সব সূচকে যুক্তরাজ্যের কর্মীরা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। প্রায় অর্ধেক কর্মী বলেছেন, তারা কাজের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নতুন লেবার সরকার কর্মক্ষেত্রের মানোন্নয়নে কঠোর নিয়ম চালুর পরিকল্পনা করছে। তবে এর ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সূত্র : ডয়েচভেলে

জনতা তাকে টুকরো টুকরো

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের বিস্ফোরক মন্তব্য ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা দেশত্যাগ না করলে সহিংসতা আরও ভয়াবহ হতো, যা দেশের জন্য ভালো হতো না।

ড. সাখাওয়াত তাঁর বক্তব্যে শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে বিরোধীদের দমন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সৃষ্ট গণ-অসন্তোষের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, হাসিনার দেশত্যাগের ফলে আরও সহিংস পরিস্থিতি থেকে দেশ রেহাই পেয়েছে।

ভয়েস ফর বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের সদস্য আলেকজান্ডার চার্লস কার্লাইল সভাপতিত্ব করেন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আতাউল্লাহ ফারুকের সঞ্চালনায় আলোচনায় আরও অংশ নেন ব্রিটিশ মন্ত্রী পল স্কালি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীরা।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশত্যাগ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। 'বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত, যা দেশের জন্য ভালো হতো না।'

তাঁর এই মন্তব্য বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সমর্থকেরা একে বাস্তব পরিস্থিতির নির্ভুল চিত্রায়ণ হিসেবে দেখছেন, তবে বিরোধীরা এই মন্তব্যকে বিতর্কিত ও অনভিপ্রেত বলে অভিহিত করেছেন।

মানবপাচারকারী চক্রগুলো ভেঙে

উদ্যোগ নিতে হবে' বলে মনে করেন তিনি।

অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঠেকাতে ভিয়েতনাম, তুরস্কসহ অন্যান্য দেশগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে চায় যুক্তরাজ্য। এমন খবর প্রকাশ করেছে সানডে টাইমসসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। কিন্তু খবরটি সরাসরি অস্বীকার না করলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনিয়মিত অভিবাসন বন্ধে বিভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে।

জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্টারমার। তিনি বলেন, "এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে আমরা শুধু একটি পদক্ষেপ নিয়েই তা সমাধান করতে পারব বলে আমি মনে করি না।"

স্টারমার বলেন, "আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, সবকিছু করতে হবে। আমি অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, মানবপাচারকারী চক্রগুলোকে ভেঙে দেওয়াটাই হবে সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাহলে ইংলিশ চ্যানেলে অভিবাসীবাহী নৌকাগুলো থামবে।"

সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমস জানিয়েছে, ভিয়েতনাম, তুরস্কের পাশাপাশি কুর্দিস্তানের সঙ্গে আলাদা চুক্তির বিষয়ে ভাবছে যুক্তরাজ্য। আর এই চুক্তিগুলো তারা করতে চায় তিউনিশিয়া ও লিবিয়ার সঙ্গে ইতালির করা চুক্তির আদলে। এসব চুক্তির মাধ্যমে তিউনিশিয়া ও লিবিয়া উপকূল থেকে ছেড়ে আসা ইতালিমুখী নৌকার সংখ্যা অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের চুক্তি যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে কতোটা প্রাসঙ্গিক হবে, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

স্টারমার অবশ্য এমন আলোচনার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেছেন, "তবে আমি নির্দিষ্ট একটি পদক্ষেপের ওপর আটকে থাকতে চাই না।"

এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পরিবহনমন্ত্রী লুইস হাইক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো বিষয় গোপন করেননি। আমরা মনে করি, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, যা দূর করতে আন্তর্জাতিক সমাধান প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন, "এ কারণেই তারা দুইজনই ইউরোপ এবং সারা বিশ্বজুড়ে আমাদের যেসব বন্ধুপ্রতিম দেশ রয়েছে তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই সমস্যাটি মোকাবিলায় কী করা যায়, তা নিয়ে কাজ করছেন।"

উত্তর ফ্রান্সের উপকূল থেকে অভিবাসীদের ছোট নৌকায় পারাপারে সহযোগিতা দিয়ে আসা মানবপাচারকারী চক্র ভেঙে দেওয়ার ওপরই ঘুরে ফিরে জোর দিচ্ছেন স্টারমার। তিনি আবারও বলেন, "অভিবাসীদের উত্তর ফ্রান্সের উপকূলে নিয়ে আসা এবং সেখান থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে সহযোগিতা দেওয়া চক্রটি বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই চক্রগুলোকে থামানো এবং ভেঙে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যদি ভেঙে দেয়া যায়, তাহলে অভিবাসীরা এই বিপজ্জনক যাত্রার বিষয়ে আগ্রহ হারাবে। আমি কখনও মেনে নেইনি যে, মানবপাচারে জড়িত চক্রগুলোকে ভেঙে দেওয়া যাবে না।"

তিনি আরও বলেন, "আমি জানি, আগেও আমি অনেকবার এটি বলেছি। তবে আমি পাঁচ বছর প্রধান প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেছি, তখন আমরা সন্ত্রাস নির্মূলে কাজ করেছি, অস্ত্র এবং মাদক পাচারকারীদের আটক করেছি এবং সীমান্তের ওপারে মানবপাচারকারীদের ভেঙে দিয়েছি। পুরো বিষয়টি আমি নিজে দেখেছি। তাই আমি কখনও মনে করি না, এসব চক্রগুলোকে ভেঙে দেওয়া যাবে না। সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস/ঢাকাপোস্ট

বাংলাদেশ সফরে যেতে পারেন

ানানো হয়েছে।
গত শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস ও তার স্ত্রী রানি ক্যামিলা অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় উপমহাদেশ সফরের পরিকল্পনা করছেন। রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যানসার থেকে ধীরে ধীরে সেরে ওঠায় শিগগিরই এই সফরে বের হতে পারেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটেনের রাজার সফরের পরিকল্পনাকে তার শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ঠিক কবে নাগাদ ব্রিটিশ রাজা ও রানির এই সফর শুরু হতে পারে, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য জানায়নি ডেইলি মিরর।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তৃতীয় চার্লস সব ধরনের সফর বাতিল করতে বাধ্য হন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন দেশ-বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান সফরের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনরায় তার সফর শুরু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্রেক্সিট পরবর্তী বিশ্বে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চায় ব্রিটেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ রাজা ও রানির সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
একটি সূত্র বলেছে, "রাজা এবং রানির জন্য এই ধরনের সফরের পরিকল্পনা করাটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের একটি সফর শুরুর কথা রয়েছে; যা বিশ্ব মঞ্চে ব্রিটেনের জন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ হবে। এই সময়ে ব্রিটেনের জন্য রাজা এবং রানিই জুতসই রাষ্ট্রদূত।"
ডেইল মিরর বলছে, রাজ সফরের জন্য সম্ভাব্য আয়োজক দেশগুলোর সাথে আলোচনার করতে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান সফরের খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। গত বছর ভারত সফর বাতিল করার পর রাজা ও রানিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
তবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে দেশটিতে ব্রিটিশ রাজা ও রানির সফর নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। গত মাসে ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে সাক্ষাৎ করেছিলেন এই দুই রাষ্ট্রনেতা। এছাড়া গত মঙ্গলবার ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার "কৌশলগত অংশীদারত্বে" স্বাগত জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেন যুদ্ধ "শান্তিপূর্ণভাবে শেষ" হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন।
২০০৬ সালে ক্যামিলাকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েলসের যুবরাজ হিসেবে এক সপ্তাহের জন্য পাকিস্তান সফর করেছিলেন চার্লস। সেই সময় শুভাকাঙ্খীদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের কাছে পৌঁছাতে আমার প্রায় ৫৮ বছর লেগেছে। তবে এটা যে চেষ্টা করার অভাবে নয়, তা আমি বলতে পারি।" সূত্র : ডেইলি মেইল

শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ

প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ প্রক্রিয়াও সহজ হচ্ছে।
শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ এর মাধ্যমে প্রপার্টি ক্রয় এবং সাধারণ মর্গেজ এর মাধ্যমে প্রপার্টি ক্রয় এর মধ্যে বাহ্যিক কোনো ভিন্নটা নেই। ইসলামিক ফিনান্সিয়াল মডেল কাজ করে রিস্ক শেয়ার এর ভিত্তিতে। এই মডেল এ কাস্টমার এবং ল্যান্ডার বা ব্যাংক উভয়ই তাদের ইনভেস্টকৃত এসেট এর জন্য রিস্ক শেয়ার করবে। সাধারণ মর্গেজ এর মত শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ এর মাধ্যমে আপনি যে প্রপার্টি কিনতে চান তার জন্য আপনাকে প্রপার্টির মূল্যের ১০ থেকে ২০ পার্সেন্ট ডিপোজিট রাখতে হবে। ল্যান্ডার প্রপার্টি বিক্রেতার নিকট হতে আপনার প্রপার্টি কিনে নিবে এবং আপনার সাথে ২০ থেকে ৩০ বছরের ইজারা চুক্তি করবে। চুক্তি এবং ডিপোজিট অনুযায়ী আপনার প্রপার্টির ৮০ থেকে ৯০ পার্সেন্ট মালিকানা থাকবে ল্যান্ডার এর নিকট এবং চুক্তিকৃত সময়সীমা পর্যন্ত আপনি ল্যান্ডারকে রেন্ট হিসেবে মাসিক মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ করে যাবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ল্যান্ডার আপনার নিকট প্রপার্টির সম্পূর্ণ মালিকানা হস্তান্তর করবে। ইসলামিক মর্গেজ এর ক্ষেত্রে মাসিক রেন্ট পেমেন্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে।
রি-পেমেন্ট ভিত্তিক:
সাধারণত রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির মর্গেজের জন্য রি-পেমেন্ট ভিত্তিক মর্গেজ নেয়া হয়ে থাকে। রি-পেমেন্ট ভিত্তিক মর্গেজ এর আরেক নাম হল ক্যাপিটাল এন্ড রেন্ট অনলি মর্গেজ। রি-পেমেন্ট ভিত্তিক মাসিক মর্গেজ পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে আপনি প্রতিমাসে আপনার ইসলামিক মর্গেজ ল্যান্ডরকে প্রপার্টির রেন্ট এর পাশাপাশি, আপনার প্রপার্টির আরও বেশি ইকুইটি ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত কিছু ক্যাপিটাল প্রপার্টির রেন্ট এর সাথে পরিশোধ করবেন। রি-পেমেন্ট ভিত্তিক মাসিক মর্গেজ পেমেন্ট করলে আপনার প্রপার্টির ইজারা চুক্তির বছরের সংখ্যা কিছুটা কম হবে।
রেন্ট অনলি ভিত্তিক:
সাধারণত বাই টু লেট প্রপার্টির মর্গেজ এর জন্য রেন্ট অনলি ভিত্তিক মর্গেজ নেয়া হয়ে থাকে। এই মর্গেজের মাসিক মর্গেজ পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে আপনি প্রতিমাসে আপনার ইসলামিক মর্গেজ ল্যান্ডরকে কেবলমাত্র প্রপার্টির রেন্ট পরিশোধ করবেন। যেহেতু কেবলমাত্র প্রপার্টির রেন্ট পরিশোধ করা হবে, সে জন্য রেন্ট অনলি ভিত্তিক মর্গেজের মাসিক মর্গেজ পেমেন্ট এর এমাউন্ট রি-পেমেন্ট ভিত্তিক মর্গেজের তুলনায় কম হয়ে থাকে।
মর্গেজ এডভাইজার:
বিলেতে শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ নিয়ে প্রপার্টি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেবার পর একজন অভিজ্ঞ মর্গেজ এডভাইজারের সাথে যোগাযোগ করুন। মর্গেজ এডভাইজার হল একজন ফিন্যান্সিয়াল স্পেশালিষ্ট, যিনি প্রপার্টি মর্গেজ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রপার্টি বায়ার এর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মর্গেজ এডভাইজার তার ক্লায়েন্ট বা প্রপার্টি ক্রেতার জন্য সর্বোত্তম মর্গেজ প্রোডাক্টটি রেকমেন্ড করে থাকেন। মর্গেজ এডভাইজার তার ক্লায়েন্ট এর ফিন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট প্রসেস, প্রপার্টির কোটেশন এবং লোন অ্যাপলিকেশন তৈরি করে দেয়। তার ক্লায়েন্ট যাতে মর্গেজ পায় এ জন্য মর্গেজ এডভাইজার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে।
অ্যাপলিকেশনে আপনার যে সব তথ্য লাগবে:
পরিচয়পত্র: প্রথমেই দেখে নিন আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে কিনা। প্রয়োজনে রিভিউ করে নিন। আপনার যদি এই দেশে জন্ম হয়ে থাকে তাহলে পাসপোর্ট এর পরিবর্তে ফুল ড্রাইভিং লাইসেন্স আইডি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি বৈধ ভিসা নিয়ে এদেশে থাকেন, তাহলে অ্যাপলিকেশন করাকালীন সময় আপনার ভিসার কাগজ বা কার্ড সাথে থাকতে হবে।
ঠিকানার প্রমানপত্র
আপনার ঠিকানার প্রমানপত্র হিসেবে কাউন্সিল ট্যাক্স বিল, ইউটিলিটি বিল অথবা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যাবে।
পে-স্লিপ: আপনি যদি পার্ট টাইম/ ফুল টাইম চাকরি করেন, তাহলে নূন্যতম সর্বশেষ তিন মাসের পে-স্লিপ এবং সর্বশেষ পি-৬০ এর কপি সংগ্রহে রাখুন। আপনি যদি নিয়মিত অথবা অনিয়মিত বোনাস পান, তাহলে বিগত ২ বছরের বোনাসের পে-স্লিপ গুলো সংগ্রহে রাখুন। আপনার যদি নিজস্ব ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান থাকে অথবা প্রতিষ্ঠান শেয়ারহোলডার হন। তবে সর্বশেষ ২ থেকে ৩ বছরের এসএ-৩০২ এবং ট্যাক্স ওভারভিউ এর প্রয়োজন হবে।
ব্যাংক স্টেটমেন্ট:
যে ব্যাংক একাউন্টে আপনার বেতন পান এবং যে একাউন্টে আপনার নিয়মিত লেনদেন হয়, সে একাউন্টের সর্বশেষ তিন মাসের স্টেটমেন্ট সাথে রাখুন।
ডিপোজিট স্টেটমেন্ট: আপনার ডিপোজিট এর টাকা যে ব্যাংক একাউন্টে রাখেন, তার ছয় মাসের স্টেটমেন্টস সংগ্রহে রাখুন। আপনি যদি আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য কারো কাছ থেকে ডিপোজিটের টাকা গিফট হিসেবে নেন, তাহলে দাতার কাছ থেকে তার আইডি, গিফট ডিক্লারেশন স্টেটমেন্ট এবং তার ব্যাংকের স্টেটমেন্টস এর কপি সংগ্রহে রাখুন।
ক্রেডিট রিপোর্ট:
যেকোনো ব্যাংকে মর্গেজ এর এপ্লিকেশন করলে তারা প্রথমেই আপনার ক্রেডিট চেক করবে। সেজন্য ভালো হয়, যদি আপনি নিজেই আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট আগে দেখে নিন। আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট এ যদি কোনো ভুল তথ্য থাকে, তাহলে তা আগে থেকেই সংশোধন করে নিতে পারবেন। আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট এর জন্য এক্সপেরিয়ান, ইকুইফেক্স অথবা এ জাতীয় ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির সাথে রেজিস্ট্রেশন করে আপনার রিপোর্ট এর একটি কপি নিয়ে নিন।
ইলেক্টরাল রোল:
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার নাম ইলেক্টরাল রোল এ আপ-টু-ডেট রাখবেন। তাহলে ব্যাংক এর ক্রেডিট চেক এর সময় তারা খুব সহজেই আপনার বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।
প্রপার্টি মার্কেট এবং শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ সম্পর্কে আপনাদের কোনও মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে বিনিকো ফাইন্যান্স এর সাথে ০২০ ৮০৫০ ২৪৭৮ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইন্সপায়ার এ মিলিয়ন চ্যারিটি

উপলক্ষ্যে "ইন্সপায়ার এ মিলিয়ন" নামে নতুন চ্যারিটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। গত ২৫ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক 'মিট দ্যা প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন।
আইনজীবী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা আমিন চৌধুরীর উপস্থাপনায় মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ, মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের (এমসিবি) সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী এমবিই ডিএল, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শাহগীর বখত ফারুক, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও প্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ। এতে বৃটেনে প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।
ব্যারিস্টার নাজির আহমদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, চলতি বছর আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন বছর। পঁচিশ বছর আগে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে বার-এট-ল পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের শীর্ষে অবস্থান করে বিশ্বখ্যাত অনারেবল সোসাইটি অব লিংকস ইন্ থেকে ব্যারিস্টার হই। ব্যারিস্টার হবার পর বিগত পঁচিশ বছর ধরে এই সমাজে আইনি সেবা দিয়ে যাচ্ছি। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শত শত মানুষের জীবনের মোড় ঘোরাতে এবং হাজার হাজার মানুষের অধিকার পেতে ও রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। সিকি শতাব্দির আইনী ক্যারিয়ারে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার চেষ্টা করেছি। কোনও মামলার মেরিট যা তাই বলেছি বাড়িয়ে বলিনি, কমিয়েও বলিনি। এর বিনিময়ে পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অভাবিত সম্মান, স্নেহ ও ভালবাসা। আইন পেশায় সব সময় নিজের বিবেক, সততা, অধ্যাবসায়, কমিটমেন্ট ও ডিটারমিনেশন ছিল আমার চলার পথের পাথেয় । আমার দীর্ঘ আইনি পেশায় আমার সততা ও যোগ্যতার ব্যাপারে একটি অভিযোগ তথা কমপ্লেইন কখনও আসেনি বা পাইনি।
তিনি আরও বলেন, আমার জন্ম আফ্রিকায় হতে পারতো, হতে পারতো কেনারি আইল্যান্ড অব ডমিনিকাতে! কিন্তু মহান প্রভূ আমার জন্মস্থান বাছাই করেছেন বাংলাদেশে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই অনুভূতি থেকে আমার আইনি ক্যারিয়ারের ২৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে সিদ্ধান্ত নিয়েছি "ইন্সপায়ার এ মিলিয়ন" নামে একটি প্রজেক্ট ও চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করবো । আমার ব্যক্তিগত আয়ের একটি অংশের অর্থায়নে চালু হওয়া এই চ্যারিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত এক মিলিয়ন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবো। এটির কাজ হবে বহুমূখী: অসহায় ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করা; সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দেয়া; টেলেন্ট হান্ট করে মেন্টরিং করা; এতিমদের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখানো; গরীব ও মেধাবীদের বৃত্তি দেয়া; স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইন্সপায়ার ও মোটিভেট করার ইনিশিয়েটিভ নেয়া ইত্যাদি।
সুদীর্ঘ আইন পেশায় বহুমুখী কার্যক্রমের প্রসঙ্গ টেনে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের প্রচন্ড ব্যস্ত আইনি ক্যারিয়ারে বহুমুখী কমিউনিটি ও সমাজ সেবায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম । হাজার হাজার ঘন্টা খরচ করে বৃটেন থেকে সম্প্রচারিত একাধিক টিভি চ্যানেলে ফ্রি লিগ্যাল এডভাইস দিয়েছি। কোনো চ্যানেলে নিজে এজন্য একটি টাকাও দেইনি অথবা কোন চ্যানেল থেকে একটি টাকাও নেইনি। এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে "ফ্রি লিগ্যাল সার্ভিস টু দ্য কমিউনিটি এন্ড সোসাইটি"। বৃটেন থেকে প্রকাশিত একমাত্র ব্রডশীট পেপার "সাপ্তাহিক পত্রিকা"তে দু'দশক আগে টানা তিন বছর প্রশ্নোত্তরের আদলে "লিগ্যাল এডভাইস" কলামে আইনি পরামর্শ দিয়েছি। তখন বাংলা ইলেকট্রনিক কোনও মিডিয়া বিলেতে ছিল না। আইনি বিষয় ছাড়াও গণমাধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছি কথা বলি, বিশ্লেষণ করি নিরপেক্ষভাবে ও বিবেক থেকে। কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুতে যথাসাধ্য সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত কমিউনিটি ও সমাজের ৬০টির উপরে সংগঠন ও চ্যারিটির নির্বাচন পরিচালনা করেছি নির্বাচন কমিশনার বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে । এগুলো করেছি কমিউনিটি ও সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে যে কমিউনিটি ও সমাজ থেকে আমি উঠে এসেছি।
লেখালেখি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লিগ্যাল প্র্যাকটিস ছিল আমার পেশা। কিন্তু লেখালেখি বলা যায় আমার নেশা বা পেশন। প্রচন্ড প্রফেশনাল ব্যস্ততার মধ্যেও বৃটেনের একাধিক পত্রিকায় বহু বছর নিয়মিতভাবে বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখেছি। গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিকে অনেকটা নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছি। আমার লেখালেখির বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক বিষয়, আইন ও সংবিধান। এ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজীতে আমার সাতটি বই বের হয়েছে। আরো কয়েকটির পান্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে।
ভারসাম্যপূর্ন জীবন পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, আজ জীবনের একটি বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। গত ফেব্রুয়ারীতে আমি ৫৩ বছরে পা রেখেছি। জীবনের ২৮টি বসন্ত গেছে আমার পড়াশুনায়। এরপর ২৫টি বসন্ত গেছে আইন পেশায়। পেশাতে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকার পরও কমিউনিটি ওয়ার্ক, লেখালেখি, পরিবারে সময় দেয়া, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। এগুলো সম্ভব হয়েছে ছোটবেলা থেকে রুটিনমাফিক ও ভারসাম্যপূর্ন জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত থাকায়।
বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ পূনর্গঠনে কাজ করার প্রত্যয় ঘোষনা করে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, আজীবন কেউ বেঁচে থাকবে না। বরং মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মধ্যে। জীবনের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করছি বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু কাজ করার। গত তিন বছর প্রতি বছর টানা এক মাস করে দেশে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার মানুষের সাথে মিশে উপলব্ধি করেছি যে সেখানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ আছে । ব্রিটেনে আইন বিষয়ে একাধিক সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে আইনজীবী হিসেবে কোয়ালিফাইড হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করার পর অসংখ্য মানুষকে আইনী সহায়তা প্রদান করে অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা অর্জন করার পরেও আমার জন্মভূমি বাংলাদেশে আমার ব্রিটেনে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশ মাতৃকার সেবার মানসে আমি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টেও এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছি এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য হয়েছি দেড় যুগ আগে। এ উপলক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট পর্যন্ত হওয়া জন্য আমাকে সাত বার দেশে যেতে হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্রয়োজনে আমি বিশ্বের ৬০টি দেশ ইতিমধ্যে সফর করেছি। আমার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জন্মভূমি বাংলাদেশের সামান্য উপকারও যদি হয় এ উদ্দেশ্যে আমি প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গত মে ও সেপ্টেম্বর মাসে মাসব্যাপী বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতিসহ প্রায় এক ডজন মাননীয় বিচারপতি এবং জাতীয় দৈনিকের স্বনামধন্য সম্পাদক, ভিসি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখতে পারেন এমন অসংখ্য মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি ও মতবিনিময় করেছি। বাংলাদেশের আর্ত-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার অফুরন্ত সুযোগ আছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

কে এই মোস্তফা?

বিনাসুদে ঋণ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শাহবাগে লোক জড়ো করার চেষ্টা

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : বিনাসুদে ঋণ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সারা দেশ থেকে গাড়িতে গাড়িতে লোক আনা হয় ঢাকায়। লক্ষ্য ছিল শাহবাগে বড় জমায়েত। সেখানে অবস্থান নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও শিক্ষার্থীদের তৎপরতায় ভেস্তে যায় সেই উদ্যোগ। কিন্তু শাহবাগের বড় জমায়েত চেষ্টার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা আ লোচনা চলছে। হঠাৎ কেন এ জ নসমাগমের আয়োজন। উদ্দেশ্যই বা কী? এর পেছনে কারা নাড়ছেন কলকাঠি।

জানা গেছে, 'অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন এ কর্মসূচির ডাক দেয়। যে সংগঠনের আহ্বায়ক আ ব ম মোস্তফা আমিন। রাজনীতির

মাঠে যিনি নানা পক্ষের হয়ে কাজ করে থাকেন। এক এগারোর সময় তাকে নানা কর্মসূচিতে তৎপর হতে দেখা যায়। এ ছাড়া সময়ে সময়ে নানা প্ল্যাটফরমের নাম নিয়ে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। পুস্তিকা তৈরি করে বিতরণ করেন।

তার এবারের কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারা তাকে মাঠে নামিয়েছে, অর্থ দিয়েছে সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে। যেসব মানুষকে ঢাকায় আনা হয়েছিল তারা কোনো দল বা মতের কিনা তাও স্পষ্ট নয়। সরকারকে বেকায়দায় ফেলার অংশ হিসেবে শাহবাগে বড় জমায়েতের টার্গেট ছিল সংগঠনটির নেতাদের এটি অবশ্য পরিষ্কার। ঢাকার বাইরে থেকে আনা লোকদের বলা হয়,

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশ সফরে যেতে পারেন রাজা

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস সরকারি সফরের অংশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে শরীরে ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার পর বিদেশ সফর থেকে বিরত রয়েছেন ব্রিটিশ এই রাজা। তবে কিছু দিনের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সফর করতে পারেন বলে ডেইলি মিররের এক প্রতিবেদনে জ

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিলেতে বাড়ি কেনাবেচা

শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ কীভাবে পাবেন

মোস্তাফিজুর রহমান:

বিলেতে অনেকে মর্গেজের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে প্রপার্টি কিনতে চান, কিন্তু ইসলামিক বিধিনিষেধের কারণে ব্যাংক লোনের ইন্টারেস্ট দিতে চান না। এক্ষেত্রে আপনারা ইসলামিক মর্গেজ বা হোম পারচেজ প্ল্যান (এইচপিপি)-এর মাধ্যমে প্রপার্টি কিনতে পারবেন। বিলেতে ইসলামিক মর্গেজ শরিয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বিলেতে হোম পারচেজ প্ল্যান (এইচপিপি)-এর মাধ্যমে রেসিডেন্সিয়াল এবং বাই টু লেট প্রপার্টি ক্রয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিলেতে পূর্বে স্বল্প সংখ্যক শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ ল্যান্ডার থাকলেও, বর্তমানে প্রপার্টি মার্কেটে বেশ কিছু শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ ল্যান্ডর রয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স মর্গেজ

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আইন পেশায় ব্যারিস্টার নাজির আহমদের ২৫ বছর পূর্তি

ইন্সপায়ার এ মিলিয়ন চ্যারিটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্টের প্রতিথযশা আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনের নিউহ্যাম বারার টানা তিনবারের সাবেক ডেপুটি স্পীকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ তাঁর আইন পেশায় ২৫ বছর পূর্তি

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর বৈধতা দিতে পার্লামেন্টে বিল

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন- এমন কোনো মানুষ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারবেন । স্বেচ্ছায় মৃত্যু নিশ্চিত করাকে আইগত বৈধতা দিতে 'এসিস্টেড ডায়িং' নামক একটি বিল বৃটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়েছে । এই বিল আইনে পরিণত হলে অসুস্থ

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ভয়াবহ

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কঠোর সময়সীমা এবং সীমিত কাজের স্বাধীনতা ব্রিটেনের কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরি করছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে তাই কর্মক্ষেত্রের র‍্যাংকিংয়ে যুক্তরাজ্য সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতো কঠোর নীতির পরও যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

মানবপাচারকারী চক্রগুলো ভেঙে দিতে চান স্টারমার

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: ইংলিশ চ্যানেলজুড়ে ছোট নৌকা থামাতে ইতালির আদলে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার কথা ভাবছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। কারণ, অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাজ্যকে 'সম্ভাব্য সব ধরনের

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত

জনতা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত

দেশ ডেস্ক, ২৯ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সংকট' শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নৌপরিবহন উপদেষ্টা

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk